প্রবন্ধ কুসুম।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

প্রণীত।

বোয়ালিয়া তমোঘ্ন যন্ত্রে

শ্রীমুরারিমোহন বিশ্বাস দ্বারা

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

১২৮৭ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

আজ কাল বাঙ্গলা ভাষা, কৃতবিদ্য এবং ক্ষমতা-শালী লেখকগণ কর্ত্তৃক যেরূপ সুমার্জ্জিত, উন্নত ও বিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মাদৃশ লোকের প্রবন্ধাদি লিখিয়া যে সফল মনোরথ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ক্ষমতা হীন মূর্খ সন্তানেরও জননীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি প্রদর্শনের যেমন অধিকার আছে, তদ্রূপ মাতৃ স্থানীয়া বঙ্গভাষার প্রতি আস্থা প্রদর্শক আমার যত্ন ও শ্রম সম্ভূত প্রবন্ধগুলি কৃত-বিদ্য সমাজে আদরণীয় না হইলেও আমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের সদুদ্দেশ্য অবশ্য তাঁহারা ভুলিয়া যাইবেন না। প্রবন্ধ কুসুমের সমুদায় প্রবন্ধই পূর্ব্বে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করা গিয়াছিল। এক্ষণে তাহাই সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। এতৎপাঠে পাঠকবর্গের কথঞ্চিৎ পরিতোষ জন্মিলে এবং লোক সমাজের কিয়ৎ পরিমাণে উপকার দর্শিলেও আমার শ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক মনে করিয়া কৃতার্থ হইব।

১২৮৭ সাল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জৌকনালা।

২৪৭৯

প্রবন্ধ কুসুম।

প্রথম ভাগ।

আমি কে ?

পৃথিবী অতি বিস্তীর্ণ। নানাজাতি জীব ইহাতে বিচরণ করিতেছে, নানা বস্তু ইহাতে বিরাজ করিতেছে। মনোনিবেশ করিয়া জগতের কার্য্যের একাংশ আলোচনা করিলেও অতি আশ্চর্য্যান্বিত হই, এবং কোলাহল শূন্য নির্জ্জন স্থান আশ্রয় করিলে মন অতি নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে ব্যগ্র হয়। সেই সময়ে "আমি কে?" এ প্রশ্নটা স্বতঃই মনে উদিত হইয়া থাকে। অনন্ত কাল বিরাম ত্যজিয়া ভ্রমণ করিতেছে। প্রভাত হইল, পাখী বৃক্ষ শাখে উপবিষ্ট হইয়া সুমধুর কূজন দ্বারা মানব-মনের প্রীতি উৎপাদন করিতেছে। এখন সকল জীবই স্ফূর্ত্তি বিশিষ্ট সুস্থ শরীর। সকলেই দৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হই-তেছে। আবার ক্ষণপরে তাহার বিপরীত। মধ্যাহ্ন— অসহ্য সূর্য্যোত্তাপ। এখন প্রাণিগণের মনোভাব ফিরিয়াছে। প্রভাতের সে স্বাস্থ্য, সে স্ফূর্ত্তি, সে সৌন্দর্য্য আর নাই। ক্ষণকাল পরেই আবার নূতন ভাব। রাত্রি আসিল। জীব

সকল নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে শায়িত হইয়া দৈবসিক সমুদায় পরিশ্রম বিস্মৃত হইল। কুমুদিনী ফুটিল, কমলিনী মরিল, একদিনে এত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। অনন্ত কালের অবিশ্রান্ত গতিতে কিনা অভূতপূর্ব্ব অদৃষ্টচর ঘটনা ঘটিতে পারে? আমি বাল্য কালে কত সুখভোগ করিয়াছি, সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া কত সুখ পাইয়াছি, সে বড় সুখের দিন ছিল। আবার আমাকে কে যেন সে অবস্থা হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। সে আমোদ, সে বিশুদ্ধ সুখ, সে নিশ্চিন্ত ভাব, সে সরলতা, সে অমায়িকতা এখন নাই। এখন সদাই চিন্তান্বিত, অসুখী। অর্থ চিন্তা করিতেছি, উন্নতির চিন্তা করিতেছি, লোক সমাজে গণ্য মান্য হইবার চিন্তা করিতেছি। যশে, ধনে, মানে অতিশয় অভিরুচি হইয়াছে। মন এখন বাল্যকালের সে পবিত্র ভাব ধারণ করে না। মনে এখন নানা ভাবের আবির্ভাব হয়। কখন কিছু ভাবিতেছি, করিতেছি, করিতে ইচ্ছুক হইতেছি। নানা আশা। কখন বা আশা দ্বারা পরিচালিত হইয়া অতি সম্ভ্রান্ত লোক মধ্যে পরিগণিত হইতেছি, প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হইতেছি, নানা গুণ সম্পন্না অলৌকিক রূপ লাবণ্যবতী, আমার গৃহ শোভা করিতেছে, আশা স্বপ্ন ভাঙ্গিতেছে। সকল সুখ যাইতেছে, মুখের প্রসন্ন ভাব লোপ হইতেছে। আবার কান্দিতেছি। আমি এত করিতেছি, এত ভাবিতেছি, কিন্তু "আমি কে" তাহা চিনিতে পারিতেছি না। আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, কে আমাকে আনিয়াছে, তত্ত্ব করিতেছি না। হস্ত পদ আমার, ধন সম্পত্তি আমার, চক্ষু কর্ণ আমার

বলিতেছি। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার পরিবার। কিন্তু আমি কার? কে আমি, জানিতেছি না। আমি যদি আমাকে জানিব, তবে আমার বাল্যকালের সে সুখ, সে ভাব এখন রহিল না কেন? এ আবার অপরূপ নূতন ভাবে পতিত হইয়া নানা ভাব ধারণ করিতেছি কেন? আবার ইহারও পরিবর্ত্তন হইবে। এখন যে ভাবে আছি, তাহাও আমি থাকিতে পারিব না। তবে আমাকে আমি চিনিলাম কৈ? মানব! যদি তোমাকে তুমি চিনিতেছ না, তবে আমার প্রাসাদ, আমার হয় হস্তী, আমার অতুল ঐশ্বর্য্য বলিয়া অধীর হইতেছ কেন? পরস্বত্ব নাশে স্বীয় বৈভব বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছ, কুটিলতা দ্বারা মনের পবিত্র ভাব একবারে বিসর্জ্জন দিতেছ। ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব, বিদ্যার গর্ব্ব, বলের আধিক্য দ্বারা অতিশয় গণ্য মান্য হইবার চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু তুমি কাল কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কখন কিরূপ দশাগ্রস্ত হইতেছ, তাহার অনুসন্ধান করিতেছ কি? তোমরা সকলেই একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, "আমি কে?" যদিও আমার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ সকলই আছে, ভাই বন্ধু পরিবার সকলই আছে, প্রিয়তমা পত্নী ও প্রিয়তর পুত্র সকলই আছে, তথাপি আমাতে আমার কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। রোগে কাতর হইতে হইতেছে, শোকে অধীর হইতে হইতেছে, নিন্দাতে দুঃখিত হইতে হইতেছে, প্রশংসায় আনন্দিত হইতে হইতেছে, প্রকৃতির নিতান্ত অধীন থাকিয়া সমুদায় কায করিতে হইতেছে। তবে তোমাতে তোমার প্রভুত্ব কিছুই থাকিল না। সুতরাং তুমি তোমাকে জানিলে না। কাহা-

রও সম্বন্ধে জানা শুনা না থাকিলে তাহার সম্বন্ধে কিছুই বিবেচনা করা যায় না। হে মানব! আর কেন এত গোল! এত চিন্তা! এত কষ্ট! তোমরা সকলেই যখন ভাবিতেছ, "আমি কে?" এখন আমাকে যিনি জানেন, তাঁহাকেই আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য, এবং তবেই আমাকে আমি জানিতে পারিব। অতএব বুদ্ধিমন্! তুমি অন্য সমুদায় চেষ্টা ভুলিয়া তুমি তোমাকে চিনিবার যত্ন কর। আমরা সকলেই যদি আমাকে চিনিবার চেষ্টা করি, তবেই পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিব।

সুখ।

এই বিশাল পৃথিবীমণ্ডলে মানবগণ কেবল সুখের জন্যই ভ্রমণ করিয়া থাকে। দুঃখকে কেহ চায় না। দুঃখ আমাদের চির সহচর হইলেও আমরা সুখের উজ্জ্বল বদন আশা দ্বারা দর্শন করিয়া সুস্থির চিত্তে কাল যাপন করিবার চেষ্টা করি। সে চেষ্টা কতদূর সফল হয়, বিচার করি না। জননী কত কষ্টে, কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, আহার নিদ্রার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া শিশু সন্তানকে প্রতি-পালন করিয়া থাকেন। সন্তানের শরীর কিছুমাত্র অসুস্থ হইলেই তাঁহার কণ্ঠে জল থাকে না। তিনি চিন্তাতে আরও কিছু ক্ষীণ-কলেবর হইয়া পড়েন। এত কষ্ট কি জন্য? না আপাততঃ সন্তানটি কিছু বড় হইয়া কথা কহিতে শিখিলেই মা—বলিয়া ডাকিবে, হাসিবে, খেলিবে, কৌ-

ভুক করিবে, জননী তাহাতেই কৃতার্থ হইবেন। হয় ত ছেলে কালে প্রচুর উপার্জ্জন করিতে শিখিবে। নানা বিদ্যায় বিশারদ হইবে, লোকে অনেক প্রশংসা করিবে। অপার সুখে সুখিনী হইয়া তিনি তৎকালে এই ধরণী মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিবেন। কিন্তু এইরূপ আশা কয় জন লোকের পূর্ণ হইয়া থাকে? সন্তান হয় ত কথা কহিতে না শিখিয়াই মানবলীলা সম্বরণ করিল। জননীর সকল আশা, সকল ভরসা ফুরাইল। এত কষ্ট বিফলে গেল, এই পৃথিবী তিনি শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। কেহবা নির্ব্বিঘ্নে পুত্রকে প্রতিপালন করিয়া মানুষ করিলেন। পুত্রও সম্ভাবিত উপার্জ্জন করিতে লাগিল, জননী পুত্রের আরও উন্নতি হইবে, মনে করিয়া ভবিষ্যৎ সুখ-আশায় রহিলেন। উপস্থিত সুখ সম্যক্ ভোগ করিতে পারিলেন না। ঐ যে ধনী স্বীয় আবাস স্থান অট্টালিকা ভূষিত করিয়া বিবিধ বিলাস দ্রব্য সমন্বিত পরম সুখে আছেন, বোধ করিতেছি, বাস্তবিক তাহা নহে। ধনীর ইচ্ছা যে, আরও উন্নতি হউক, ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে তাঁহার তৃপ্তি জন্মিতেছে না। অট্টালিকা স্বর্ণময় হইবার বাসনা তাঁহার মনে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লোক সমাজে আরও গণ্য মান্য হইতে ইচ্ছা করেন। তিনি সমাজগত, বিদ্যাগত, ধনতঃ, মানতঃ সর্ব্বতোভাবে সকলের অগ্রগণ্য হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে তাহা হইবে, এমন আশাও খুব রাখেন, উপস্থিত সুখ সম্যক্ ভোগ করিতে পারিতেছেন না। মানব! তুমি মনোরম সঙ্গীত কি কাব্য শ্রবণ করিতেছ? "উহা অপেক্ষা

আরও ভাল আছে বলিয়া" ঐ সঙ্গীত কি কাবা শ্রবণে তত সুখী হইতেছ কৈ? তুমি যত ভাল বস্তু দেখিবে, ততই ভাবিবে যে, ইহা অপেক্ষা ভাল এই জগতে আছে। সুতরাং তাহা না দেখিয়া সম্যক্ প্রকারে সুখী হইতে পারিবে না। অসুখ তোমার উপর সর্ব্বদা প্রভুত্ব করিবে। জগতের কোন বস্তুর উত্তমতার সীমা দর্শন করা কতদূর সম্ভাবনা, বিবেচনা করিবা না। তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক বোধ হইবে না। আশার কুহকে পতিত হইয়া তোমাকে উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ সুখের জন্য অপেক্ষা করিয়াই এই মানব জন্ম অসুখে যাইবে। আমরা লোভেরও একান্ত বশীভূত হইয়াছি। লোভে আমাদিগকে সুখ দিবে বলিয়া নিয়ত আশ্বাস প্রদান করিয়া থাকে। আমরাও অনুক্ষণ প্রতারিত হই, তথাপি লোভের কুহক বুঝিতে পারি না। লোকে বলে বাল্যকাল সুখের সময়। বালকেরাও কি কোন প্রকার কার্য্যে সম্যক্ সুখ লাভ করিতে পারে?

তাহারা খেলিতে আরম্ভ করিল। "ডু ডু" খেলা সাঙ্গ করিয়াই "চন্দ্রকোট খেলাইবে"। এই "চন্দ্রকোট" খেলাইবার আশাতে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া বালকেরা "ডু ডু" খেলার সম্যক্ সুখ অনুভব করিতে পারিল না। হয় ত "চন্দ্রকোট" খেলার পরও তাহাদিগকে তাস খেলিতে হইবে। এইরূপে দিন গেল। অন্য খেলার বিষয় সে দিন ঠিক করিয়া রাখিল। রাত্রিতে চিন্তা হইল, রাত্রি প্রভাত হইলেই হয়। সর্ব্ব সন্তাপনাশিনী নিদ্রা না আসিলে বালকেরও তখন কষ্ট হইয়া থাকে। বালকেরাও ভবিষ্যৎ

সুখের আশা করিয়া উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ করে। আমি ভূমণ্ডলে যদি সুখের জন্যই আসিয়াছি, সুখী হওয়াই যদি জগতের নিয়ম হয়, তবে এত দুঃখ ভোগ করিব কেন? হা দুরন্ত শীতকাল। মনুষ্যকে নানা কষ্ট পাইতে হইতেছে। রাত্রি হইলেই প্রভাত হওয়ার বাসনা সকলের মনে অতিশয় প্রবল। আবার প্রভাত হইলেই সূর্য্য দেবের দর্শন পাওয়া সকলের প্রার্থনীয় হইয়া উঠে। এমন কি, শীতকালটা না গেলে আর সুখ হইবে না বোধ করি। শীতের ছয় মাস অসুখে অতিবাহিত হইল। আবার গ্রীষ্ম আসিল, গ্রীষ্ম-জ্বালা অসহ্য হইয়া উঠিল। আবার দুরন্ত শীত প্রার্থনীয় হইল। এই রূপে দিন অসুখেই যাই-তেছে। রোগ হওয়াতে শয্যাশায়ী হইলাম, দিবা দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল, রাত্রি আসিল, রাত্রিও প্রভাত হয় না। রাত্রি পোহাইল, আবার দিন আসিল। দিবারাত্রি অসহ্য যন্ত্রণাতেই যাইতেছে। তথাপি রাত্রি আসিলে ভাল থাকিব, এবং রাত্রি হইলে দিন আসিলে ভাল হইব বলিয়া আশা হৃদয়ে অক্ষুণ্ণই থাকে। আমি যতই উপার্জ্জন করি, ততই উৎকট আশার বশীভূত হইয়া ইতস্ততঃ জ্ঞান শূন্য হই। নিয়তই অধিক চাই। অল্পেতে আমার পোষায় না। পূর্ব্বে যদি আমি মাসিক দুই টাকা পাইতাম, তাহা-তেও পোষাইত না। পাঁচ টাকা পাইলেও পোষায় না, পঁচিশ টাকা পাইলেও পোষায় না। এক শত বা এক সহস্র টাকাও অল্প জ্ঞান হয়; অর্থাৎ আমার মাসিক আয় তাহা হইলেও পোষায় না। সুতরাং আমি তখনও নিরু-পায়। জুয়া খেলায় এইরূপেই লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া

থাকে। এক পয়সা দিয়া এক টাকা পাইলেও খেলার সখ মেটে না। কবে কে দেখিয়াছেন যে, লোকে অর্থে বীতস্পৃহ হইয়াছে? "আর অর্থ চাই না, আর অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া আবশ্যক নাই" কয় জন লোকে এরূপ ভাবিয়া থাকেন? কয় জন লোক আপন মরণ কাল চিন্তা করিয়া থাকেন? অনেক বৃদ্ধ পর্য্যন্ত অস্পৃশ্যা বারাঙ্গনাকে স্বীয় অঙ্ক ভূষণ করিতে লজ্জা বোধ করে না, অধর্ম্মে ভীত হয় না।

আমি বিবাহ করিলাম, স্ত্রী আমার ধর্ম্মরাগিণী, পতিপ্রাণা হইল, ভবিষ্যতে আরও ভাল হইবে বলিয়া আশা করিতে লাগিলাম। আমার সন্তান সন্ততি জন্মিল, তাহারা বড় হইয়া লেখা পড়া করিতে লাগিল। তাহারা শিক্ষিতবিদ্য হইল। আমার পরিবার ক্রমে বাড়িতে লাগিল, আরও বাড়িবার আশা করণীয় হইয়া উঠিল। এ পর্য্যন্তও নির্ম্মল সুখ কোন দিন ভোগ করিতে পারিলাম না। আমি বাঙ্গলা জানি, ইংরেজি জানি, আরও দুই এক ভাষা শিক্ষা করি, এ পরীক্ষার পর ও পরীক্ষা দেই, আবার গৃহে বসিয়া বিদ্যার উন্নতি করি। এইরূপে বিদ্যার সীমা দেখিতে চাই; কিন্তু বিদ্যার সীমা কোথায় পড়িয়া থাকে, মানুষকে অসীম কালের কবলে পতিত হইতে হয়।

ফলতঃ আমাদের সুখের চিন্তায় দুঃখেই কাল অতিবাহিত হয়। প্রকৃত সুখ আমরা এক দিনের জন্যও পাই কিনা সন্দেহ। যাঁহারা প্রকৃত সুখী, তাঁহারা অত্যুন্নত

মনুষ্য, এবং সেরূপ লোক নানা বিলাস দ্রব্য সমন্বিত এই অবনী মণ্ডলে অতি অল্পই আছেন।

সময় নষ্ট করা।

রাশি রাশি স্বর্ণ খণ্ডের বিনিময়ে, যে অমূল্য সময়ের একটুকও পাওয়া যায় না, বালকেরা তাহা খেলাইয়া নষ্ট করে। আমরা যে কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিলে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারি, বিলাস দ্রব্য উপার্জ্জন করিতে পারি, আত্মোন্নতির, পদোন্নতির বীজ রোপণ করিতে পারি, নির্ব্বোধ বালকেরা তাহা বৃথায় শেষ করিয়া থাকে। তাহারা উপদেষ্টার কথা শ্রবণ করে না। এমন কি, খেলা পাইলে তাহারা আহারের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। এই সংসারে খেলা ভিন্ন তাহাদের আর কিছুই প্রিয় বোধ হয় না। বয়সের আধিক্য সহকারে যে পর্য্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তি ন্যায় পরতার অধীনে না আইসে, তদবধি বালকেরা খেলাকেই একমাত্র প্রিয় বোধ করিয়া থাকে। অতএব বাল্যকালে অর্থাৎ মনুষ্যেরা সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমাবস্থায় যে খেলাকেই প্রিয় বোধ করিবে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অধীন হইয়াই বালকেরা খেলায় এত আসক্ত হয়। আমরা সহস্র চেষ্টা করিয়াও ক্ষান্ত রাখিতে পারি না। তাহাতে যে "সময় নষ্ট করা হয়" ইহা তাহারা কোন রূপেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ধনী যে সময় ঐকান্তিক চিত্তে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বিব্রত থাকেন, জ্ঞানীরা যে সময় শাস্ত্রালোচনায় দৃঢ়রূপে মনঃ সংযোগ করিয়া থাকেন, যোগিবৃন্দ যে সময়ে একমাত্র

ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া পরকালের সুখ সংস্থান করিতে চেষ্টাবান থাকেন, বালকেরা সেই " সময় " খেলায় কাটা-ইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য। বোধ হয়, ইহার কোন গূঢ় তাৎপর্য্য থাকিতে পারে। আমরা পণ্ডিত হইয়া বিদ্যার আলোচনাই করি, সাধু হইয়া ধর্ম্মালোচনাই করি, ধনী হইয়া অভিমানে মস্তক উন্নত করিয়াই থাকি, কিন্তু সে সকলই খেলা। খেলা যেমন নষ্টের বিষয়, এ সংসারের সকলই সেই প্রকার নষ্ট। যে দেহের জন্য এত অভিমান করি, সংসারে আসিয়া এত কার্য্য করি, সে দেহও নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সংসারের কার্য্য " আগাগোড়া " খেলা। ধনিন্! তুমি যত কেন লোকের উপর প্রভুত্ব কর না, যত কেন বিলাস দ্রব্যের উপভোগে তৃপ্তি লাভ কর না, লোক সমাজে তোমার কীর্ত্তি রাশি যত কেন বিঘোষিত হউক না, বালকের খেলার মত এক দিন উহা তোমার নষ্ট হইবে। ঐ যে নানাবিধ পুষ্প ফল সমন্বিত বৃক্ষাবলী পূর্ণ তোমার রমণীয় উদ্যান, যে স্থানে মধু লোভে অলিকুল মানবের শ্রবণ রঞ্জন করে, ফল লোভে নানাবিধ সুগায়ক বিহঙ্গমগণ জগৎ মোহন-স্বরে গান করিয়া থাকে, উহাও নষ্ট হইবে। তোমার দ্বিতল ত্রিতল সৌধরাজি ভূষিত সুন্দর আলয়, হস্তিশালে বেশ ভূষায় সজ্জিত মাতঙ্গকুল আলানে বদ্ধ রহিয়াছে, সুদৃশ্য অশ্ব সকল আস্তাবলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, অহরহঃ তোমার আলয়ে লোকারণ্য, কিন্তু মনে করিও যে, এমন সুদৃশ্য আলয়ও এক দিন নষ্ট হইবে। নিত্য কোন বস্তু এই জগতে আছে কি না, বলিতে পারি না, বুঝিতে পারি

না। সকলে যাহা করিতেছে আমরাও তাহা করি, সকলে যাহাকে " সময় নষ্ট করা " বলিতেছে, আমরাও সেই রূপ কার্য্য করাকে " সময় নষ্ট করা " বলি। বিদ্যার্থিন্! তুমি আহার নিদ্রার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছ, শরীরে কোন রূপ অসুখ উপস্থিত হইলেও তাহা গণ্য করিতেছ না। শক্তি থাকা পর্য্যন্ত বিদ্যা শিক্ষায় অমনোযোগী হইতেছ না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার জীবনের এক এক অংশ যে, নষ্ট হইতেছে, ভাবিতেছ কি? বালকদিগের খেলা দেখিলে রাগান্বিত হইতেছ। কিন্তু এই সংসারের লীলাই যে খেলা, তাহা বুঝিতেছত? আমরা যাহা করি, সে সমুদায়ই যদি নষ্ট হইবে, তবে বালকেরা " খেলিয়া সময় নষ্ট করিতেছে " বলিয়া তাহাদিগকে এত শাসন করিবার প্রয়োজন কি? এই সংসারের ভাব বিচিত্র। নানা জনের মনোভাব নানারূপ। এক সময়ে আমি যে কার্য্যকে করণীয় ও সুখজনক বলিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতেছি, অন্যে তাহাতে " বৃথা কাল হরণ করা হইতেছে " বোধ করিয়া থাকেন। বালকের খেলা দেখিয়া ধনী বিবেচনা করেন যে " ইহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ, কেন না, যে সময় ইহারা খেলিয়া নষ্ট করিতেছে, এই সময় ব্যাপিয়া ইহাদিগের এমন কোন কার্য্যে নিবিষ্ট থাকা বিধেয় যে, ভবিষ্যতে তদ্দ্বারা অর্থ উপার্জ্জিত হইতে পারে। আবার ধনীর কার্য্য দেখিয়া পরিণামদর্শী, বিবেকী বিষয়াসক্তি শূন্য, ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি মনে করিয়া থাকেন যে, ধনীর কি ভ্রম! এই ধ্বংসকর বস্তু সকলের উপভোগে আসক্ত হইয়া ঈশ্বর হইতে মনকে দূরে রাখিয়াছে। উদাসীন

এই সংসারের সুখকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন, এক মাত্র ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনাকে সুখী বোধ করিতেছেন। হয়ত বিদ্যার্থীরা উদাসীনকে মনে মনে অবজ্ঞা করিতেছেন, এবং সে সংসারের কিছুই সুখ পাইল না বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন, অথচ উদাসীনের যেরূপ ঈশ্বর চিন্তায় সুখ বোধ হইতেছে, ধনী অর্থ চিন্তা করিয়া, বিদ্যার্থী বিদ্যার চিন্তা করিয়া এবং বালকেরা খেলা ভাবিয়া সেই রূপ সুখ লাভ করিতেছে। তাহাদের মনে শান্তি অক্ষুন্নই রহিয়াছে। তবে তাহারা সময় নষ্ট করিতেছে কৈ? আমরা যদি দুই দণ্ড কোন মিষ্টস্বরে কর্ণ অর্পণ করিয়া অর্থ চিন্তা বা উন্নতির চিন্তা বিস্মৃত হই, তবেই কি সময় নষ্ট করা হইল? কিসে সময়ের সদ্ব্যবহার করা হয়, সময়ের সদ্ব্যবহার কাহাকে বলে, এই বিভিন্ন প্রকৃতি মানব সমাজে তাহার মীমাংসা করা খুব কঠিন। এই সংসারের সকলই নষ্ট। যাহা প্রকৃতির নিয়মের অধীন, মনুষ্য চেষ্টায় তাহার ব্যতিক্রম সম্ভাবনা কোথায়? রমণীয় পুষ্প রাশি, যাহা আমাদিগের নয়নের ও নাসিকার তৃপ্তি বর্দ্ধন করে, তাহা বৃক্ষ হইতে উঠাইয়া রাখিলেই নষ্ট হইয়া যায়। প্রভাতে শিশির বিন্দু মুক্তার ন্যায় দুর্ব্বাদলে সুশোভিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই নষ্ট হয়। কুমুদিনী রজনীতে সরোবরের এত শোভা সম্পাদন করে, কিন্তু সে শোভা কত ক্ষণ থাকে? সকালেই নষ্ট হয়। বালকের অমিয় জড়িত কথা অধিক দিন নষ্ট না হইয়া থাকে না। রমণীর মনোহর রূপলাবণ্য তাহাদের মৃদু পাদ বিক্ষেপের কমনীয়তা, মুক্তানিভ দশন জ্যোতিঃ, ঘন বর্ণ সদৃশ সুদীর্ঘ কুণ্ডল রাশি,

যাহার বর্ণনে কবিদিগের লেখনী শান্তভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকে, দুই দিন পরেই সে সব নষ্ট হয়। জীবন, যৌবন কিছুই চিরকাল অব্যাহত থাকে না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে সকলই পরিণামে নাশকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রভাতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র, বসন্তের কোকিল ধ্বনি, সহকারে মুকুলের শোভা, অল্প কাল মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। আমরা যাহা করি, সে সকলই নষ্ট হয়। যাহা দেখি, সে সকলই নাশ-শীল। পৃথিবীতে ভাল কোন বস্তু আছে কি না, জানি না। সামান্যতঃ আমরা যে সব কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিয়া "সময় নষ্ট করিব না" বলিয়া দম্ভ করিয়া থাকি, সে সকলই নষ্ট হয়। অতএব এই নশ্বর সংসারে থাকিয়া সময় নষ্ট না করার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

—০:**:০—

চতুরতা।

আজ কাল মানব সমাজে চতুরতার অনেক প্রশংসা শুনা যায়। অধিক পরিমাণে চাতুরী করিতে পারিলেই "বুদ্ধিমান্" বলিয়া অভিহিত হওয়া যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ঐরূপ চাতুরীর সহিত ন্যায় ও ধর্ম্মের কিছুমাত্র সংস্রব নাই। আমি ধর্ম্মতঃ বিশ্বাস করিয়া তোমার নিকট কতকগুলি টাকা রাখিলাম, তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম বলিয়াই আর তাহার কোন নিদর্শন রাখা আবশ্যক বোধ করিলাম না। পরিণামে তুমি আমার টাকাগুলি আত্মসাৎ করিলে, আমার তাহা লইবার কোন উপায় থাকিল না। তুমি খুব চতুর! আমি ঠকিলাম, আমি নির্ব্বোধ।

কোন নাবালগ জমিদারের সম্পত্তির ভার তোমার উপর অর্পিত হইল, তুমি যথাসাধ্য তাহা হইতে অন্যায় রূপে অর্থ গ্রহণ করিয়া বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলে, স্বীয় আলয় সৌধরাজি ভূষিত হইল। এদিকে নাবালগকে যথার্থ প্রাপ্ত সম্পত্তিতে একবারে বা বহু পরিমাণে বঞ্চিত করিলে, তুমি খুব চতুর! কোন জিনিস ক্রয় করিবার জন্য তোমার নিকট মূল্য প্রদান করিলাম, তুমি অপেক্ষাকৃত কদর্য্য জিনিস অল্প মূল্যে আনিয়া আমাকে প্রদান করতঃ অবশিষ্ট আত্মসাৎ করিলে, আমি কর্ত্তব্য জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার প্রদত্ত জিনিসের "দাম" লইয়া কোন কথা বলিলাম না। তুমি চতুর! আমি খুব ঠকিয়া গেলাম। ফলতঃ যে বুদ্ধি ন্যায় ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া মানুষকে কোন স্বার্থ সাধন জন্য নিয়োজিত করে, আজ কাল তাহাই "চতুরতা" নামে অভিহিত হইয়া অধিকাংশ লোকের গৌরবাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। ছলে বলে কৌশলে যে কোন ব্যক্তি আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়া লোক সমাজে অন্যায়রূপে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে, সেই চতুর এবং সকলের নিকট প্রায়ই আদরণীয় হইয়া থাকে। তুমি ধর্ম্ম ও ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া কোন জঘন্য উপায়ে যদি নিজ স্বার্থ সাধনে বিরত থাক, তবে নির্ব্বোধ (বেকুব) অসার, কাপুরুষ, ভীরু ইত্যাকার বিশেষণগুলি পাইয়া তোমাকে বিষণ্ণ হইতে হইবে। যাহা অধিকাংশের করণীয়, তাদৃশ কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি না থাকিলে লোকালয়ে বাস করাও দুরূহ হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ে দেশে দেশে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যা চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু সেই বিদ্যাভ্যাসের ফল প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই ফলিতেছে না; অথবা অতি অল্প পরিমাণে ফলিতেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিদ্যালয়ের বালক ও বালকদিগের অভিভাবক প্রভৃতি সকলেই আর্থিক উন্নতির পথ পূর্ব্বে অনুসন্ধান করেন। এখন চাকরীর তত দূর সুবিধা না থাকাতে বিদ্যাধ্যয়নাদি করা অনেকে বিড়ম্বনার বিষয় বলিয়া মনে করেন। শিক্ষকেরাও স্ব স্ব কার্য্যকে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ রাশির প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া ভাবেন। এরূপ ঘটিবার কারণ কি? উত্তর— সকলেরই চতুর হইবার ইচ্ছা যে, বিদ্যা আমাদিগকে চতুরতাতে নীত না করে, তাহার অধ্যাপনা ও অধ্যয়নে ফল কি? ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে যে, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিতেছে না। আর্থিক বলে উন্নীত হই। শরীরস্থ উৎকৃষ্টতর মনোবৃত্তিগুলির পরাক্রম রক্ষা না করিবার ইচ্ছা মানুষকে দুর্দ্দশায় নীত করে ভিন্ন কদাপি মঙ্গল দান করে না। বর্ত্তমান কালে যিনি চতুর বলিয়া অভিহিত, দেখিবে তিনি সেই চাতুরী দ্বারা ক্ষণধ্বংসকর কতকগুলি অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন ভিন্ন মনুষ্যোচিত কোন কার্য্যই করিতে পারেন নাই। অর্জ্জনস্পৃহা আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ভূয়ঃ পরিচালনে মনের তেজঃ লাঘব হয়, এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নীচ বৃত্তিগুলিও আমাদের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ আমরা অতীব নীচতাতে নীত হই। তখন প্রাণান্ত পর্য্যন্তও ঘটিয়া উঠে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার জীবনবৃত্ত স্মরণ কর, তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগের কার্য্যাবলীতে তোমাকে

অর্থ পিপাসায় ব্যতিব্যস্ত করিতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ সময়ের বিবরণ অর্থাৎ মীরণের অতি সামান্য কর্ম্মচারীর করধৃত শাণিত তরবারি যখন তাহার মস্তকস্পর্শ করিল— মনে কর, কেবল আর্থিক বল লাভের জন্য এই ক্ষণধ্বংসকর অসার দেহ ধারণ করিয়া ন্যায়, ধর্ম্ম, উপচিকীর্ষা, সরলতা, সৌজন্য, সত্য প্রভৃতির অনাদর করে, এবং " যেন তেন প্রকারেণ " স্বার্থ সাধন জন্য ব্যস্ত হয়, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ। " যাহার উপার্জ্জনে দুঃখ, বাহুল্যে ভয়, নাশে মনস্তাপ " এতাদৃশ পদার্থ অর্থের জন্য সর্ব্ব সুখ ও শান্তিপ্রদ ধর্ম্ম সত্য ও ন্যায়ে জলাঞ্জলি দেওয়া কি প্রকৃত চতুরের কার্য্য? পুরাণে সাক্ষ্য দান করিতেছে, পুরাকালীন মুনিগণ বিদ্যা বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও তপোবলে অপরিসীম ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজত্ব প্রভৃতি তাহারা তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন। রাজাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আদি তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। এমন কি, ধর্ম্ম বল দ্বারা দৈব বিপদাদিও সহজে নিবাকৃত হইতে পারে। মানব! যদি জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে চাও, এই দুঃখের সংসারে বিমল আনন্দ লাভ করিতে চাও, শোক দুঃখ বিপদাদিকে অগ্রাহ্য করিতে চাও, শান্তিরূপ সরোবরে সন্তরণ করিয়া, যদি নিরন্তর প্রসন্ন থাকিবার অভিলাষ কর, পূর্ণ আনন্দে মত্ত হইয়া যদি তোমার অপদার্থ শরীরকে কর্ম্মঠ করিতে ইচ্ছুক হও, কবি কল্পিত পুণ্যের ফল স্বর্গীয় উপাদেয় জিনিস সমূহের উপভোগ বাসনা যদি মর্ত্ত্য লোকেই সিদ্ধ করিতে চাও, নিরন্তর এক মনে ধর্ম্মের অনুসরণ কর, সত্যের আশ্রয় লও,

ন্যায়ের শাসনাধীন থাক। সচরাচর লোকে যাহাকে চতুরতা বলে, আর তাহার প্রতি শ্রদ্ধা থাকিবে না। সেরূপ চাতুরী তোমার স্বতঃ ঘৃণার্হ হইবে। পর-ধনে অভিলাষী হইয়া, পরের ক্ষতি বিধান করিয়া যে চতুর হয়, সে বাস্তবিক নির্ব্বোধ। তাহাতে পরিণামে তাহার আপনার ধন নষ্ট ও অশেষ প্রকারে ক্ষতি হয়। দানানুরূপ প্রতিদান অবশ্যই লাভ করিতে হয়। তুমি যদি অন্যায্য উপায়ে অন্যের ক্ষতি কর, অন্যের সহিত অসদ্ব্যবহার কর, তোমাকেও অবশ্যই এক সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও অন্যের নিকট হইতে অসদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইতে হইবে। আপাততঃ যাহা চতুরের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বাস্তবিক ভ্রমাক্রান্ত হইয়া মন্দীভূত হইয়াছে জানিও। গভীর ধীশক্তি সম্পন্ন শাস্ত্রকারেরা কলির শেষে লোক সকল ঘোর পাপাক্রান্ত হইবে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা যতই সভ্য হইবার চেষ্টা করি না কেন, তাঁহাদের সেই কথা মিথ্যাতে পরিণত করিতে পারিব বলিয়া কদাপি বোধ হয় না। তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও তপোবলে ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতেন; সুতরাং তাঁহাদের লিখিত বাক্য অন্যথা হইবে কেন.? বোধ করি, সেই জন্যই ইদানীন্তন শিক্ষা নিতান্ত নীতি-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বানের সংখ্যাও ন্যূন নহে; কিন্তু তথাপি সমাজে সত্য, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের আদর বাহুল্য রূপে হইতেছে না; বরং ক্রমশঃ অধর্ম্মের স্রোতঃই প্রবল রূপে বহিতেছে। নগর প্রভৃতিতে অনেক সুশিক্ষিত লোকের অবস্থিতি নিবন্ধন কতক পরিমাণে তথায় সম্প্রীতি

সমূহের অনুষ্ঠান দেখা যায়, কিন্তু পল্লীবাসী ভদ্রের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই ক্ষুণ্ন না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। পল্লীবাসী জমিদার তালুকদার-দিগের অধিকাংশেরই শিক্ষা "চলন সই গোচের" পরন্তু এখনকার নীতিহীন শিক্ষায় উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া আসিলেও, এই সব জমিদার প্রভৃতির সন্তা-নেরা কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া অধিক কাল স্বীয় বুদ্ধিকে ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুসারিণী করিয়া রাখিতে পারে না; সুতরাং তাদৃশ অবস্থায় পল্লী সমূহের দশা বহু পরিমাণে শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। অনর্থক মামলা মোকদ্দমায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া লোকের উপর উৎপীড়ন মূলক প্রভুত্ব স্থাপন করিবার আশাতে চতুরতা প্রকাশ করিয়া এই সকল জমিদার যেরূপ রাশি রাশি অর্থ ধ্বংস করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি যদি ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্যের অনুসরণ করিত, তবে সেই সকল অর্থ হইতে গ্রামবাসীদের শুভ সুখময় ফল প্রাপ্তির কোনই ব্যাঘাত থাকিত না। ধর্ম্মেতে বিহীন হইয়া চাতুর্য্য মূলক বুদ্ধি লোক সমাজে যেরূপ আদর প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং নানারূপ বিদ্যার আলোচনাতেও যখন মনুষ্যকে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য-পরায়ণ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ করিয়া তুলিতেছে না, তখন কলির শেষ ভাগের হীনাবস্থার বিষয় শাস্ত্রকারেরা যাহা বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতো-ভাবে সপ্রমাণ সন্দেহ নাই। চতুরতা প্রভৃতির আদর এই রূপ অব্যাহত থাকিলে, ক্রমশঃ লোকদিগকে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে, এবং সেই বিপদের অন্তঃসীমাই এই সৌন্দর্য্য পূর্ণ পৃথিবীর প্রলয় কাল। অতএব মনু-

শিক্ষা, জ্ঞান ও আচরণ, নিয়ত ধর্ম্ম ও নীতির অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। সময় সময় অনেক মহাত্মাই যে একতার জন্য চীৎকার করেন, তাহাও মনুষ্যের ধর্ম্ম ও নীতিযুক্ত শিক্ষা, জ্ঞান ও আচরণাদির উপর নির্ভর করে।

—০:**:০—

বড় মানুষ।

বড় মানুষ কাহাকে বলে, মানুষ কিসে বড় হয়, এ কথার ঠিক উত্তর নির্ণয় করা মাদৃশ জনগণের পক্ষে সহজ নহে; তবে বড় মানুষ বলিলে সচরাচর লোকে যাহা বুঝিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে দুই চারি কথা বলাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত কথার উত্তর নির্ণয় করিতেও যথাশক্তি চেষ্টা করা যাইবে।

যাঁহারা ধন, মান এ উচ্চপদ ইহার কোন একটীতে বিশেষ রূপে উন্নত, আমরা সাধারণতঃ তাঁহাদিগকেই বড় মানুষ বলিয়া থাকি; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, ধন, মান বা পদের সঙ্গে মনুষ্যের সম্বন্ধ অতি অকিঞ্চিৎকর। ও সকল হইতে সহজে মনুষ্য স্খলিত হইয়া যায়। এইরূপে অনেক ধনী, মানী ও উচ্চ পদাধিষ্ঠিত লোক (যাঁহারা পূর্ব্বে বড় লোক বলিয়া কথিত হইয়াছিলেন) আবার ছোট লোকের মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। পণ্ডিতেরা অর্থকে অনর্থের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; প্রকৃত প্রস্তাবেও যে, অনেক সময়েই অর্থ হইতে মহান্ অনর্থের উদ্রেক হয়, তাহা যুক্তি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। মনুষ্যের মধ্যে যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, সমাজে হতমান হইয়া

থাকিতেছে, জাতিচ্যুত ও ধর্ম্মচ্যুত হইতেছে, অনুচিত অর্থ পিপাসাই তাহার অধিকাংশের কারণ। ঐ পিপাসায় পীড়িত হইয়াই মনুষ্য স্বজাতির মস্তকচ্ছেদনে কুণ্ঠিত হয় না। তাহার শোণিতে হস্ত দূষিত করিতে কিছুমাত্র ভীত হয় না। দাম্পত্য প্রেম, সন্তানে স্নেহ, পিতার প্রতি ভক্তি প্রভৃতি অর্থ-পিপাসাতেই মনুষ্য মধ্যে অনেক সময়ে বিকৃত হইয়া পড়ে। অনুচিত অর্থ পিপাসা, দয়া, দাক্ষিণ্য ও ঔদার্য্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীস্থ গুণগুলি হইতে অনেককে বঞ্চিত করে। "অর্থ যে অনর্থের মূল" এই রূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অতএব যাহা এতাদৃশ অনিষ্টের বিধায়ক, তাহার আশ্রয়ে মনুষ্য কদাপি প্রকৃত প্রস্তাবে বড় হইতে পারে না। সত্য বটে, অর্থ মনুষ্যের একান্ত প্রয়োজনীয়, এবং তাহা আশু সুখকর বহু কার্য্যের সংঘটনকারী, কিন্তু ইহাতেই মনুষ্যের লোভ, ন্যায়পরতা অতিক্রম করে; সুতরাং অর্থের প্রতি পিপাসা ও অতিশয় বলবতী হইয়া উঠে। নিরবচ্ছিন্ন ধন হইতে মনুষ্য কখনই সভ্য ও ধার্ম্মিক নামে অভিহিত হইতে পারে না; বরং তাহা অমঙ্গলেরই আধার হইয়া থাকে। অতএব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ধনেতে, মনুষ্য যত কেন উন্নত হউক না, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে বড় মানুষ বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। ধনের গৌরবকেই মান বলে। ধনীরাই সচরাচর মানেরও অধিকারী। সংসারের অধিকাংশ লোকেই স্ব স্ব প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত ধনীদিগকে আদর করিয়া থাকে। যাহা অধিকাংশের আদরণীয়, তাহার মান স্বতঃ উপজাত হয়;

সুতরাং ধনীর মান বেশী। মান, ধন হইতেই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অতএব সেরূপ মানীকেও বড় লোক বলিতে পারি না। শুধু উচ্চ পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে বড় লোক বলা একরূপ বিড়ম্বনা। কেন না, যিনি পদের গৌরবে বড়, তাঁহার ছোট হইতে অধিক ক্ষণ লাগে না। উচ্চ পদ বিস্তর অসুখের আকর, এবং তাহা অধীনতা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত। অতি সহজ ত্রুটিতে মনুষ্যের উচ্চ পদ নষ্ট হইতে পারে। অতএব পদের গৌরবও মনুষ্যকে বড় করিতে পারে না।

ধন, মান ও উচ্চ পদ এই তিনেতেই যিনি বিশেষ রূপে উন্নত, তাঁহাকে কি বড় মানুষ বলিব না? এই তিনেতে উন্নত হইয়া মনুষ্য কখনই উৎকট পিপাসাদির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে [illegible]বে না; সুতরাং তাদৃশ লোককে কিরূপে বড় মানুষ বলা যায়? ঐ রূপ লোককে সহসা ছোট হইতে অনেক সময় দেখা গিয়া থাকে।

তারকেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব মহান্ত ধন, মান, পদ তিনেই বি[illegible] উন্নত ছিলেন। বড় মানুষ বলিয়া তিনি বিলক্ষণ লো[illegible]জে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যে উৎকট পিপা-সায় তি[illegible] তাহার মন ব্যাকুল নাই, লঘু হইয়া থাকিত, তাহা [illegible] জানি কেবল ভারতবর্ষে কেন, বোধ করি, অন্য অনেক দেশের লোকেই জানিতে পারিয়াছেন। মহান্ত গণের দারপরিগ্রহ করিবার নিয়ম না থাকাতে, তিনি পরদারাসক্ত হইয়াছিলেন ক্রমশঃ তাঁহার সেই আসক্তি অতীব প্রবল হওয়াতে সহসা "বড়-মানুষি" হারাইলেন। এ কেবল মহান্ত বলিয়া কেন, ধন, মান ও উচ্চ পদ এ

তিনের অধিকারী হইলে বহু বিবেচক, অভিজ্ঞ লোকের বুদ্ধিও সর্ব্বদা প্রকৃতিস্থ থাকে না। ধন হইতে বিলাসিতার সহজে উদ্রেক হয়। নূতন নূতন নানা ইচ্ছা জন্মে। আবার মান ও উচ্চপদের সাহায্য পাইলে সেই ইচ্ছার চরিতার্থতা একান্ত অনায়াস সাধ্য হইয়া উঠে।

পঞ্চ তন্ত্রের দরিদ্র ব্রাহ্মণ মনে মনেই ধনী হইয়া রূপাঢ্যা কন্যাকে বিবাহ করিল, পুত্র সোমশর্ম্মার মুখ দেখিল, পরে দোষ নিবন্ধন স্ত্রীকে পদাঘাত করাতে সেই আঘাতে যখন তাহার ভিক্ষার্জ্জিত শক্তু-কলসী চূর্ণ হইয়া গেল, তখন চৈতন্য হইল যে, "আমি আরও ছোট হইলাম।" কল্পনাতেই মনুষ্য এই রূপ বিলাসিতা ও সুখ ভোগের অভিলাষী হয়। এমত অবস্থায় ধন, মান ও উচ্চ পদ এই তিন একত্র হাতে পাইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষা করা সহজ কথা নহে। অতএব ধন, মান ও উচ্চপদ, এই তিনে উন্নীতকেও বড় মানুষ বলিতে পারি না।

যিনি সত্যের আদর ভালরূপে বুঝিয়াছেন, জীব দেহের ক্ষণবিধ্বংসিতা অনুক্ষণ যাঁহার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে, যিনি ইচ্ছামাত্রকেই সংযম করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, উৎকট পিপাসা প্রভৃতি যাঁহার বিষবৎ পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে, যিনি অধিক পরিমাণে নিস্পৃহ ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, যাঁর রসনা মিষ্ট-রস আস্বাদনে, চক্ষু সুন্দর বস্তু দর্শনে, কর্ণ মিষ্ট স্বর শ্রবণে, চর্ম্ম সুখপ্রদ কোন বস্তুর স্পর্শ গ্রহণে সংযমিত হইয়াছে, যাঁহার লক্ষ্য ধর্ম্মের দিকে স্থিরভাবে আছে, যিনি সহস্র বিপদের ভয়ানক গ্রাসে পতিত হইয়াও চলচ্চিত্ত হন না, কর্ত্তব্য সাধনে প্রাণ পণে

নিযুক্ত, যিনি দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনা গ্রাহ্য করেন না, যিনি জ্ঞানময় চক্ষুর্দ্বারা সমুদায় দেখিয়া থাকেন, তাঁর শান্তি চির অব্যাহত। তিনি বিশুদ্ধ সুখে চির সুখী। আমরা তাদৃশ লোককেই প্রকৃত প্রস্তাবে বড় মানুষ বলি, নতুবা বিদ্যা, ধন বা উচ্চপদ কিছুতেই মনুষ্য প্রকৃত পক্ষে "বড় মানুষ" নামে অভিহিত হইতে পারে না। আজ কালকার বিদ্যা, প্রায় ধন, মান ও উচ্চ পদের আশাতেই অর্জ্জিত হইতেছে। ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করিয়া অনেকে অনেক রূপ বিষয়াদি কর্ম্মে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেছেন। মহামহোপাধ্যায় পূর্ব্ব কালীয় পণ্ডিত মুনিগণের অসাধারণ বিদ্যা, কেবল তাঁহাদের চিত্তসংযমের জন্যই উপার্জ্জিত হইত। বিষয়াদি কর্ম্মে উচ্চপদ লাভের জন্য যে বিদ্যা উপার্জ্জন করা যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। এই বিলাস-দ্রব্য-পূর্ণ জগতে "বড় মানুষ" হওয়া অতীব দুরূহ ব্যাপার।

প্রতিমার পরিণাম।

তরঙ্গিণী-ক্রোড়ে সেই সোণার মূর্ত্তি আজ এরূপ ভাবে ভাসিতেছে কেন? ইহাঁর প্রসন্ন মুখ আজ ভক্তের হৃদয় পূর্ণ আনন্দে উত্তেজিত করে না কেন? নানা অলঙ্কার ভূষিতা মণি-মুকুট শোভিতা, নানা উপকরণ সমন্বিত কুসুম রত্নে পূজিতা দেবী প্রতিমা দীনভাবে এই নদী সলিলে ভাসিতেছে! ইহাঁর সে ঔজ্জ্বল্য সে রূপরাশি কোথায়? সলিলস্পর্শে মৃত্তিকারাশি গলিত হইয়া দেহ তৃণ মাত্রাবশিষ্ট হইয়াছে। আমরা ইহাঁর বাহ্য সৌন্দর্য্যে নিতান্ত

মোহিত হইতাম। আজ ইহার আভ্যন্তরিক অবস্থা এত কদর্য্যতাপূর্ণ দেখিতেছি কেন? কত রাজা, কত মহামান্য লোক, কত অর্থ ব্যয় করিয়া, কত ভক্তির সহিত যাহার চরণার্চ্চনা করিয়াছে, যে মূর্ত্তি উপাসনা গৃহে স্থাপন করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করি...ছেন, মহিমা সমন্বিতা সেই দেবী প্রতিমাকে আজ রাখা...রা অবজ্ঞা করিতেছে, রাখালেরা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতেছে। প্রতিমার এ দশা কে করিল? কাহার হৃদয় এমন পাষাণ? সোণার মূর্ত্তি কে জলে বিসর্জ্জন দিল? আদরে স্থাপন করিয়া অবজ্ঞা করিল? প্রতিমার প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার কি করণীয়? কি আশ্চর্য্য। সংসারের কি নিয়ম যে, আমরা এত আদরের বস্তুকে এত অবজ্ঞা করিতে পারি? ইতিপূর্ব্বে যিনি আমাদিগকে ইষ্ট ফল দিয়াছেন, যাঁহার চরণ প্রসাদে আমাদের আপদ দূর হইল বলিয়া মনে করিয়াছি, যাহাকে গৃহে আনিয়া পুণ্যের ফল ভোগ করিয়াছি। যিনি মানস তিমির হরণ করিয়া হৃদয় পবিত্র ও আলোকিত করিয়াছিলেন. আমরা কি নিষ্ঠুর, সেই মূর্ত্তিকে জলে ডুবাইয়া নষ্ট করিয়াছি। যাহা এক সময় সৌন্দর্য্যের উচ্চ সীমায় ছিল, আজ তাহা অপকৃষ্টতায় পরিগণিত হইয়াছে। মানব দেহের পরিণামও এই রূপ। মহামহিমান্বিত সম্রাট রাজ-চ্ছত্র শিরে সিংহাসনে সুখোপবিষ্ট আছেন, দশ দিকে যাঁহার যশঃসৌরভ ব্যাপ্ত হইয়াছে, প্রতাপে শত্রু-সমূহ নিকটে আসিতে পারিতেছে না, সহস্র সহস্র লোক যাঁহার অনুগত, সহস্র সহস্র লোক কর্ত্তৃক যিনি সহস্র প্রকারে সেবিত হইতেছেন, যাঁহার গৌরবে সীমা সহজে নির্ণীত

হইতেছে না, যিনি মহা ধুমধামে, মহা আমোদ আহ্লাদে সময় যাপন করিতেছেন, যিনি মহা যশঃ, মহা মান ও মহৈশ্বর্য্যের অধিকারী, যিনি কথা বলিলে সহস্র মুখে তাহার প্রতিধ্বনি হইতেছে, যাঁহার পবিত্র শরীর মহামুল্য পরিচ্ছদ ও রত্ন মাণিক্যাদিতে ভূষিত, এতাদৃশ ব্যক্তিরও জীবনের কার্য্য শেষ হইলে ভাসমানা দেবী প্রতিমার ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। বন্ধুগণ, অনুগতগণ তাঁহাকে নিষ্ঠুরের ন্যায় জলে বা অন্য কোন স্থানে ফেলিয়া দিবে। আমরা প্রতিমা পূজা করিয়া অনেকটা জ্ঞানের বিষয় শিক্ষা পাই। ভ্রান্ত লোকেরা প্রতিমার বিদ্বেষ্টা। আমরা জীবন শূন্য প্রতিমাতে উচ্চ অঙ্গের শক্তি কল্পনা করিয়া যাহা করি, তাহাতে মনুষ্য জীবনেরই অভিনয় দৃষ্ট হয়। কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে এ জগতে কাহারই মান নাই। আমাদের মর্য্যাদা, আমাদের মধ্যে পরস্পর প্রণয়, ভক্তি, স্নেহ, মমতা, সকলই কার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া উৎপন্ন হয়। আবশ্যক হইলে এক মুহূর্ত্তে যাহাকে মাথায় লইয়া থাকি, আবার পরক্ষণেই হয়ত তাহাকে পদে দলন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। এই যে দেবী প্রতিমা সলিলে গলিত হইয়া বিকৃতি ভাব ধারণ করিয়াছেন, শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাই তাহার গরিষ্ঠ প্রমাণ। আমরা এমন সুন্দর মূর্ত্তিকেও প্রয়োজনাভাবে পরিত্যাগ করিয়াছি। আবশ্যক হইলে লোকে করিতে পারে না, এমন দুরন্ত কার্য্য এই জগতে বিরল প্রচার। হসিতচ্ছবি প্রিয় শিশু মাতার কি আদরের বস্তু! মাতার কত সোহাগের ধন! কোমলাঙ্গ শিশুকে কে না আদর করে? কে না অঙ্কে ধারণ করিতে ইচ্ছা করে?

বালক জননীর হৃদয়ে কত বিশুদ্ধ, কত প্রগাঢ় আনন্দ ঢালিয়া দেয়! কিন্তু তাহার জীবনী শক্তি অন্তর্হিত হইলে জননী অনায়াসে দুরবস্থা প্রাপ্ত এই প্রতিমার মত তাহাকে জলে ভাসাইতে আপত্তি করেন না। সকল মমতা, সকল স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। আমরা দেবী মূর্ত্তির গাত্র হইতে উৎকৃষ্ট ভূষণাদি কাড়িয়া লইয়া যেমন তাহাকে জলে বিসর্জ্জন দেই, মানব দেহের পরিণামেও আমরা তাহাই করিয়া থাকি। প্রাণপ্রতিম পুত্রাদি, প্রাণাধিকা পত্নী, পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মাতা কাহারই আর সম্মান রাখি না। কাহারই মমতায় আর মন দ্রবীভূত হয় না। সৌন্দর্য্যের আধার, গুণের আধার, বলবীর্য্যের আধার মানব শরীর পরিণামে এই প্রতিমার মত কি ভয়ানক বিকৃতি ভাব ধারণ করে? কেহবা চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া অঙ্গারাবশেষ হয়, কেহবা জলে ভাসিয়া, কেহবা কবরে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে চর্ম্ম মাংস স্খলিত হওতঃ কঙ্কালাবশেষ হইয়া থাকে। যত নিকৃষ্ট প্রাণী, নিকৃষ্ট কীট প্রভৃতি তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে, শ্রেষ্ঠতম মনুষ্য জাতির পরিণাম সলিলশায়িনী' এই দেবী প্রতিমার মত, ইহা মনে রাখিলে মানব সহজেই উৎকৃষ্ট-তর গুণ লাভ করিয়া অনেক উপকার পাইতে পারে।

আমরা খড়, কাষ্ঠ, রজ্জু প্রভৃতি দিয়া কি সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি, কত শ্রেষ্ঠতম বেশ ভূষায় তাহাকে সজ্জিত করি, ইষ্ট কামনায় তাঁহার প্রতি কত আদর প্রদর্শন করি; কিন্তু প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেই তাঁহাকে যেখানে সেখানে ফেলাইয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। সেই

সর্ব্ব শক্তিমান মহান্ পুরুষ কত কি উপাদানে আমাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়া সংসার চক্রে ঘুরাইতেছেন। প্রয়োজন শেষ হইলেই আর আমরা কাহারই নিকট আদর পাইব না। আমাদের শরীর সম্বন্ধে শিল্পী ঈশ্বর, প্রতিমা শরীরের শিল্পী আমরা, যদিও এই উভয়ের অন্তর অনেক দূর, তথাপি দেবী প্রতিমা আমাদিগকে অনেক জ্ঞান শিক্ষা দেয়। এই প্রতিমার পরিণাম এক মনে নিরীক্ষণ কর, হৃদয়ে নানা ভাবের আবির্ভাব হইবে, অনেকটা শান্তি পাইবে। মায়াময় সংসারের মুগ্ধকর কার্য্যগুলি হইতে মন অবশ্য কিয়ৎ পরিমাণে অন্তরে থাকিবে।

কি করি?

আশা মায়াবিনী, তাহার অন্ত কে পায়? তাহার স্বরূপ বুঝিতে কাহার সাধ্য? আশা কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া নিয়ত নানা বিষয়ে নানা রূপে খাটিতেছি। অভিলাষ অবিচ্ছেদে সুখ ভোগ করিব। কিন্তু আশার মায়া বুঝিয়া উঠা যায় না, খাটিয়া খাটিয়া শরীরের রক্ত জল করি, কত সময়ে জীবনকে ঘোর বিপন্ন করিয়া তুলি, আশার উপদেশে আমাদের অশ্রদ্ধা নাই; প্রাণপণে তাহার আদেশ পালন করি। কিন্তু অল্প ক্ষণ মধ্যেই ভ্রান্তি দূর হয়, আশা কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রূপে প্রতারিত হই, ইষ্ট দূরে সরিয়া যায়, দুঃখ অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তখন ভাবিয়া ঠিক পাই না কি করি? সুখই এক মাত্র চিন্তার বিষয়, বিপদ ও অশান্তি কেহ প্রার্থনা করে না, যাহা কেহ প্রার্থনা করে

না, তাহাই পাই, প্রার্থনীয় বিষয় কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? জগতের এই নিয়মের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না, বুঝা-ইয়া দেন, এমন লোকও দেখি না। সংসার আনন্দাগার, শান্তির আগার হইয়া লোকের নয়ন রঞ্জন করে না কেন? ইহা অনেক সময়েই বিষাদাগার রূপে প্রতীয়মান হইয়া মানুষকে নয়নের নীরে ভাসাইয়া থাকে। সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, মনুষ্য জীবনে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলীর উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারি না। কর্ত্তব্যের বিচার করি-তেইবা কয় জন লোক সমর্থ? সুতরাং আমরা অনেক সময়েই হতাশ হইয়া ভাবিয়া ঠিক পাই না, কি করি? কোন রূপ বলে উন্নীত হইলেই আমরা অহঙ্কারী হই। বিদ্বান হইয়া মূর্খকে ঘৃণা করি, উন্নত পদ প্রাপ্ত হইয়া সাধারণের সহিত সদাচরণ পরিত্যাগ করি, ধনী হইয়া দরিদ্রের জীবন অল্প মূল্য মনে করি, তাহারা আমার ধন বলে অত্যাচারিত হইয়া দেশত্যাগী হইলেও দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি উচ্চ ভাব হৃদয়ে স্থান পায় না। আমরা নিজের মান যত বুঝি, অন্যের মানের প্রতি তত দূর লক্ষ্য করি না। কিন্তু, অত্যাচারের পরিণাম অবশ্যই মন্দ ফল প্রসব করিয়া থাকে। ঘটনা বশে আবার সমুদায় ক্ষমতা হয় ত অল্প দিনের মধ্যে হারাইয়া স্বীয় দুষ্কর্ম্মের সমুচিত ফল পাই, লোকের নিকট স্বীয় ব্যবহারের প্রতিদান পা-ইয়া একান্ত ক্ষুণ্ন হই, অশান্তির নিগ্রহে হৃদয় ব্যস্ত হইয়া উঠে, তখন ভাবিয়া ঠিক পাই না. কি করি? আমি কি করিব, কি করিতে আসিয়াছি, কোন কার্য্যের প্রতি আমার ইষ্ট সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে,] ভালরূপে বুঝিতে পারি

না, সকলের কার্য্য দেখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকি মাত্র। ইচ্ছা নিয়ত সুখকে আহ্বান করে, ইচ্ছার এই রূপ ধর্ম্ম হইতে মনুষ্যকে অধিকাংশ সময় বিপদ ও দুঃখে পতিত হইতে হয়। ইচ্ছার বেগ অনিবার্য্য, মানুষের দুঃখ ভোগও অনিবার্য্য, সুতরাং ইতস্ততঃ বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া ভাবিতে হয়, কি করি? রাজ্যেশ্বর ধন বলে, লোক বলে বিপুল প্রাধান্য লাভ করিয়া অভিলাষানুরূপ বিলাস দ্রব্য ভোগ করিতেছেন, ঐশ্বর্য্য মদে অজ্ঞানান্ধ হইয়া উৎকট বাসনা সকল পূর্ণ করিতে কোন রূপেই ত্রুটি করিতেছেন না, আপনাকে সকল বিষয়ে সকলের বড় বলিয়া সংস্কার, তাঁহার হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ আছে। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে তাঁহার সুখের দিন ঘুরিল, রাজ্য গেল, শত্রু সমূহ প্রবল হইল, জীবন সঙ্কটাপন্ন হইল, তিনি আঁধার দেখিতে লাগিলেন। বিবেক কতক পরিমাণে জাগিল, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর চঞ্চল গতির বিষয় বুঝিতে পারিলেন, মনুষ্যের প্রকৃত প্রস্তাবে যে কোন ক্ষমতাই নাই বুঝিতে পারিলেন, কাল গতির কুটিলতা বুঝিতে পারিলেন, তখন ভাবিয়া অস্থির, কি করি? প্রণয়ী প্রিয় সম্মিলনে সুখ সাগরে ভাসিতেছেন, তিনি সংসার শান্তিময়, অমৃত নিকেতন, জ্যোৎস্নাময় বোধ করিতেছেন। যাহা দেখেন, সকলই সুখ ব্যঞ্জক, যাহা করেন সকলই সুখকর, মন নিয়ত স্ফূর্ত্তিমান্। সংসার রূপ আনন্দ বাজারে তিনি নিয়তই সুখ রত্ন ক্রয় করিতেছেন। কালের গতি ফিরিল। প্রণয়ি-যুগলের মিলন ভঙ্গ হইল, বিচ্ছেদ আসিল। প্রণয়ী অকূল দুঃখার্ণবে ডুবিলেন। তাঁহার দেহ-তরি ঘোর বিপদগ্রস্ত

হইল, দুঃখের সাগরে চিন্তা-ঝড় বহিল, বিষম ঢেউ উঠিল, তরণী ডুবু ডুবু হইল। তরি মারা পড়িবার মত হইল। প্রণয়ী তখন বিষময় উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ, ব্যাকুল চিত্ত, এবং নিয়ত ভাবিয়া অস্থির, কি করি? আমরা যার যত সুখ মনে করি, তার বিপদও সেই পরিমাণে বেশী. অবিচ্ছেদে সুখ ভোগ করা মানব জীবনে অসম্ভব। আবার সুখের ইচ্ছার লাঘব সম্পাদন করিয়া অবিচলিত চিত্তে দুঃখের নিগ্রহ সহ্য করাও মানব জীবনে অসম্ভব, তাই ভাবিয়া স্থির পাই না, কি করি? আমরা সৌন্দর্য্যের নিতান্ত পক্ষপাতী। সকল কার্য্যেই সর্ব্বক্ষণ সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করা আমাদের নিতান্ত অভিলাষ, অমুকের দেহকান্তি দেখিতে সুন্দর, আমরা মোহিত হইয়া যাই। প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালীন রাঙ্গা রবির ছবি, শারদীয় পূর্ণেন্দুমণ্ডল, নানালঙ্কারে ভূষিতা দেবী প্রতিমা, উৎকৃষ্ট চিত্রকরের চিত্রাবলী দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া যাই। কিন্তু আমাদের মনের ভিতর নিয়তই অসুন্দর, অকিঞ্চিৎকর বাহ্য সৌন্দর্য্যে ঘোর আরক্ত হইয়া থাকি, অথচ হৃদয় নিয়ত অসৌন্দর্য্য পূর্ণ। সতর্ক হইয়াও ইহার প্রতিবিধান করিতে পারি না, কি করি? বিষাদ রূপ হলাহলে অনুক্ষণ শরীর জর্জ্জরিত হইতেছে। উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, ভয় প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যেন আমরা ভূতাবিষ্ট হইয়া থাকি। পৈশাচিক ভাব সমূহ কি সে মন হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইবে, ভাবিয়া ঠিক পাই না। অল্পে সুখে অল্পে দুঃখে গলিয়া যাই। সহিষ্ণুতা এক বারে যেন দূরে পলায়ন করিয়াছে কি করি?

সমাজের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ধর্ম্মের অনু-সরণে লোক সমূহ একান্ত অনাসক্ত। কুপ্রবৃত্তি বর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া কুকার্য্যের আলোচনা ও অনুষ্ঠান সমাজস্থ লোকদিগের সর্ব্বদা করণীয় হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ নি-তান্ত দুর্ব্বল, একতা বিহীন, অসার হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং লোকের মঙ্গল কোথায়? শান্তি কোথায়? সুখ কোথায়? দেশের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, দৈব আপদাদির ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতেছে, দেশে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া বহু লোককে অনন্ত কালের গ্রাসে নিক্ষেপ করিতেছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্রবলবাত্যা প্রভৃতিতে বহু ক্ষতি সাধিত হইতেছে। লোকের ধর্ম্মের প্রতি আস্থা না থাকাতেই এই সব দৈব দুর্ঘটনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। বড়ই অসুখ, বড়ই বিপদ, ভাবিতে গেলে অকুল সাগরে পড়িতে হয়। উপায় দেখি না। হে জগদীশ! তুমি রক্ষাকর্ত্তা, মঙ্গলময়, তোমার সন্তানদিগের এত দুর্গতি কেন? প্রসন্ন হও, ধর্ম্ম রূপ অমৃতরসে ভুবন পূর্ণ কর, শান্তি দেও, উৎকণ্ঠা দূর কর। আর কত কাল ভাবিয়া মরিব, কি করি?

—০:**:০—

পশুত্ব।

ডারুইন সাহেবের মতে মনুষ্য বানর জাতির পরি-ণাম। তাদৃশ এক জন বহুজ্ঞ মহাপণ্ডিতের মতের সত্যা-সত্যতা বিষয়ে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করা মাদৃশ লোকের বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর অধম হইতে

উচ্চ শ্রেণীর সভ্য পর্য্যন্ত প্রত্যেক মনুষ্যে যে কোন না কোন পশুভাব অন্যাহত রহিয়াছে, ইহা সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে। সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন সামান্য শ্রেণীর লোকেরা যে সহজেই পশুবৃত্ত, তাহার প্রমাণ স্থলে অধিক কথা বলিবার আবশ্যক করে না। দস্যুবৃত্তি, চৌর্য্যবৃত্তি, লাম্পট্য প্রভৃতি দ্বারা অনেকেই পশু স্বভাবের বিশেষ পরিচয় দিতেছে। যে আপনার ভরণ পোষণ বা সুখ স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত অন্যের প্রাণ বধ করিতে পারে, অন্যের সম্পত্তি হরণ করিতে পারে, তাহাকে পশু ভিন্ন আর কি বলা যায়? হিংসা দ্বারা স্বোদর পূর্ণ পশুরাই করিয়া থাকে। লম্পটদিগের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, তাহাদের বীভৎসজনক কার্য্য কলাপ স্মরণ করিলে কোন্ ধর্ম্মশীল ব্যক্তি বলিবেন যে, তাদের ঐ সব কার্য্য পশু স্বভাবের অন্তর্গত নহে? সংসারে বাস করিতে হইলে মানব মাত্রেরই ধনের একান্ত প্রয়োজন। অর্থের সহিত সাংসারিকদিগের অধিকাংশ সুখের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। সুতরাং সামান্য জ্ঞানে অর্জ্জন স্পৃহা অতীব বলবতী হয়। অর্জ্জন স্পৃহার একান্ত উত্তেজনাতেই সামান্য শ্রেণীর অনেক লোকে দস্যুতা, চৌর্য্য প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। অর্জ্জন স্পৃহা ন্যায়পরতাকে অতিক্রম করিবামাত্র লোকদিগকে পশুবৃত্ত করিয়া তোলে। অধিকাংশ ভদ্র লোকও অর্জ্জন-স্পৃহাকে ন্যায়পরতার অধীনে রাখিতে না পারিয়া নানা অসদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। অনেকের আবাস নিকেতন বিচিত্র সৌধরাজিতে ভূষিত বটে; ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন প্রকাশক বহুবিধ

দ্রব্য সামগ্রীতে সুশোভিত বটে; কিন্তু সে সকলের মূল পর্য্যালোচনা করিলে অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ সকল উপার্জ্জনের উপায়ের মধ্যে পশুবৃত্তির অসদ্ভাব নাই। সংসার রূপ পাপের বাণিজ্যে আসিয়া অনেককেই ধর্ম্ম রূপ মূল ধন হারাইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতারিত হইতে হয়। আশু সুখকর বিষয়ে রত হইতে অনেকের ইচ্ছা অতিশয় প্রবল। সেই প্রবল ইচ্ছার দমন করিতে না পারিয়া মনুষ্যেরা ব্যভিচার স্রোতের বেগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মদিরা ও অন্যবিধ মাদক দ্রব্য সেবন এবং তদানুষঙ্গিক বেশ্যা সংসর্গ জনিত আমোদে বোধ হয়, যেন মনুষ্য সমাজে নরক "গুলজার" হইয়া উঠিতেছে। পশুরা স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার বশতঃ যে সকল বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আপন আপন জীবনের কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তৎসমুদায় পরিচালনা দ্বারা প্রবল হইতে পায় না। সুতরাং তাহাদিগের কর্ত্তৃক যে সকল অনিষ্ট উৎপত্তির সম্ভাবনা, তাহার সীমা পরিমিত। কিন্তু মনুষ্যের নিকৃষ্ট বৃত্তি একান্ত প্রবল হইলে তাহারা পশু অপেক্ষা ভয়ানক হইয়া উঠে। বিশেষ রূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ অনুমিত হইবে যে, মনুষ্য কর্ত্তৃক সংসারের যত অনিষ্ট হইতেছে, দুর্দ্দান্ত হিংস্র স্বভাব পশুগণ কর্ত্তৃক তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। ঈশ্বর মনুষ্যের উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, সুতরাং তাহাদের বুদ্ধি বৃত্তি পরিমিত করিয়া দেন নাই। এই জন্যই মনুষ্য নিকৃষ্ট বৃত্তির উত্তেজনায় পশু অপেক্ষা ভয়ানক হইয়া উঠে। আপাত মধুর বিষয় সুখ উপভোগে-আমরা মহামূল্য ধর্ম্মের মান ভুলিয়া যাই। এ কারণে লোভ

প্রভৃতির উত্তেজনায় অনেক উচ্চ শ্রেণীর মনুষ্যও অনেক সময়ে সহজে পশুবৃত্ত হন। ঈশ্বর প্রসাদে আমাদের শরীরে দেব ভাবও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু নিকৃষ্ট বৃত্তিরূপ সমুদায় শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দেব ভাব উত্তেজক বৃত্তিগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখা মনুষ্য জীবনে আশা করা দুরাশা বলিয়াই অনুমিত হয়। তজ্জন্যই বিজ্ঞান শাস্ত্রে কালানুসারে ধরণীতে মনুষ্য অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর জীবের উৎপত্তি হইবে বলিয়া কথিত আছে।

আমরা যত কেন সভ্য হই না, শাস্ত্রালোচনায়, ধর্ম্মালোচনায় রত হইযা আত্মোৎকর্ষ সাধনার্থ যত কেন চেষ্টাবান্ হই না, বিষযে আমাদের যত কেন বৈরাগ্য জন্মুক না, সর্ব্ব ক্ষণ উৎকৃষ্টতর মনোবৃত্তিগুলির পরাক্রম অক্ষুণ্ণ রাখিতে কদাপি যোগ্য হইতে পারি, বলিয়া বোধ হয় না। বিষয় রূপ ভূমণ্ডলে বাস করিয়া সর্ব্বতোভাবে বিষয় বৈরাগ্য সম্ভবে না। বিষয়ের নিকটে আমরা একান্ত অন্ধ, ইহা মহামহোপাধ্যায পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সময়ে সমযে এত অজ্ঞাতভাবে আমাদের মনে বিকার প্রবেশ করে, বোধ হয় যেন তাহা প্রকৃতির শক্তিরই কার্য্য। প্রকৃতির শক্তিতে দোষ থাকা প্রকৃত প্রস্তাবে অসম্ভব। তবে আমরা উৎকৃষ্টতার চরম সীমা লাভ করিতে পারি নাই, বলিয়াই অনেক সময়ে প্রকৃতিতে দোষারোপ করি। ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে পারিলেই লোক সকল ব্যাধি প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয় না। কিন্তু আমরা দেখি যে, ব্যাধি প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়া মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই রূপ ঘটনা

দৃষ্টে অনেক উচ্চ শ্রেণীর বিদ্বানেরাও মনে করেন যে, "নিয়ম লঙ্ঘনই জগতের নিয়ম", আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা বোধ হয় না। মনুষ্যের অবস্থা চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতে যে এখনও অনেক কাল বাকী আছে, প্রকৃতির শক্তিতে আমরা যে সকল দোষারোপ করি, তাহা তাহারই নিদর্শন।

বিষয়ের উপভোগেই হউক, বিষয়ে স্পৃহা শূন্য হইয়াই হউক, আমরা সুখী হইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করি, তাহাতে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলেও সম্পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারি না। বিলাস দ্রব্যের উপভোগে কদাপি শান্তি আহৃত হইতে পারে না। ত্যাগ স্বীকার এবং নিস্পৃহভাব ক্রমশঃ অভ্যাস করিলে অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে সুখী হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাদৃশ অবস্থাতেও বিষয়ী মানবের নির্ম্মল শান্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরের তুল্য মহাত্মা লোক ভূমণ্ডলে আর দৃষ্ট হয় না। পুরাণে তাঁহাদিগকে দেবতার অবতার বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। তাদৃশ মহাত্মাদিগকেও অনেক সময়ে শান্তি হারাইয়া হাহাকার করিতে হইয়াছিল। রামায়ণ এবং মহাভারতের আখ্যায়িকা সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, দেবতারা, এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বর পর্য্যন্ত মনুষ্য দেহ ধারণ করিলে, অনেক সময়ই যে তাঁহাকে অশান্তির নিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে, উহা হইতে তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। যে কারণে আমাদের শান্তি নষ্ট হয়, তাহা যে আমাদের অবস্থাকে সম্যক্ উন্নত হইতে দেয় নাই, ইহা সহজেই অনুমেয়। অতএব আমাদের

চরম উৎকর্ষ লাভের জন্য ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইতেছে। যদি এখনও আমরা যথোচিত উন্নত হই নাই, তখন ডারুইন সাহেবের মত সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, কোন না কোন পশুভাব লোকমাত্রেই যে অব্যাহত আছে, ইহা অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

বালকের ধূলি খেলা।

কোমল কায়, সুন্দর মুখ, প্রিয় দর্শন শিশুগুলি ধূলি দিয়া যে খেলা করিতেছে, এক বার অবলোকন কর। ধূলিগুলি দুই হস্তে আকর্ষণ করিয়া স্তূপ বাঁধিতেছে, উহার সুন্দরতা সম্পাদন জন্য অনেক যত্ন করিতেছে, প্রফুল্ল মনে উহা পুনঃ পুনঃ দেখিতেছে, পর ক্ষণেই আবার স্তূপ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে; আবার দেখ, হস্ত পদ সর্ব্বাঙ্গে ধূলি মাখিয়া হাসিতেছে, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিতেছে না, অনর্থমূলক ধূলি সমূহ উহাদের উপাদেয় ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়াছে। যুবক! এক বার সংসারের কার্য্য হইতে কথঞ্চিৎ মনকে দূরে রাখিয়া এস, আমরা এই বালকগুলির ধূলি খেলার প্রতি মনোনিবেশ করি। দেখি, ইহা হইতে কোন জ্ঞানের বিষয় মনে উদিত হয় কি না? এই সুন্দর বালকগুলি সুন্দর খেলা করিতেছে, কেহই ইহাদিগকে গ্রাহ্য করিতেছে না, সামান্য বলিয়া উহাদের ক্রীড়াকে হাসিয়া উড়াইতেছে। ধূলিকণা সংগ্রহ করিয়া ইহারা এক বার সুন্দর করিয়া স্তূপ বাঁধে, কত ব্যস্ত হইয়া কত মনোযোগের সহিত কার্য্য সম্পন্ন করে, আবার

অনায়াসে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হয় না। বালকদের এই অকিঞ্চিৎকর কার্য্য দেখিয়া আমরা উপহাস করি, জ্ঞানের আধিক্য সহকারে আমরা শিশুর ধূলি খেলার অসারত্ব বুঝিতে পারিয়াছি। সংসারিন্! তোমার বিষয়ানুরক্তি মনে কর, বৈষয়িক কার্য্যাবলী বিচার কর, এক বার দেখিবে, উহা বালকের ধূলি খেলা অপেক্ষা কত অন্তর! আমরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য, ক্ষমতা দেখাইবার জন্য এই সংসারে যত করি, মত্ততাশূন্য পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি সে সকলই বালকের ধূলি খেলার মত দেখিয়া থাকেন। এই সংসার রূপ ক্রীড়া স্থলে আসিয়া নানা রূপ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হই, কত ভাঙ্গি, কত গড়ি, তাহার ঠিক নাই। দুই দিন পরে সমুদায় ত্যাগ করিয়া মানুষ কোথায় চলিয়া যায়। বালকের ধূলি খেলা দেখিয়া হাসিতেছি, তাহাদের অঙ্গ ধূলিধূসরিত দেখিয়া তিরস্কার করিতেছি, কিন্তু সাংসারিক কার্য্যাবলীতে নিয়ত আমাদিগকে যে সকল কদর্য্য পঙ্কে লিপ্ত হইতে হইতেছে, তাহাতে আমাদের শরীর অপেক্ষা নির্দ্দোষ সরল চিত্ত বালকদিগের ধূলি-পূর্ণ অঙ্গ সহস্র প্রকারে পবিত্র সন্দেহ নাই। ঐ দেখ এক বালক অন্য জনের ধূলি-স্তূপ ভাঙ্গিয়া দিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল। প্রফুল্ল মুখে রাগের চিহ্ন দেখা দিল, কমল ক্ষণ কালের জন্য মলিন হইল। বিবাদের হেতু ধূলি-স্তূপ ভাঙ্গা। ইহাতে বিবাদ কেন? ঐ ধূলিরাশি দিয়া কি হইবে? উহার সারবত্তা কি আছে? উহা দ্বারা আমরা কোন উপকার লাভ করিতে পারি? ঐ অকিঞ্চিৎকর ধূলিরাশির জন্য, দেখ বালকেরা কি বিষম

কলহ করিতেছে, সরলান্তঃকরণ বালকের মনে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমরা ইহা দেখিয়া কি করি ? হাসিতে থাকি, বালকের যে অল্প বুদ্ধি তাই বলি, উহারা ভ্রান্তি বশতঃ তুচ্ছ বিষয়ের জন্য বিবাদ করে, উহাদের কার্য্যাবলী আমাদের লক্ষ্যে অল্পই পতিত হয়। তোমার সঙ্গে আজি আমার বিষয় সম্পত্তি লইয়া বিবাদ উপস্থিত। তোমার বিরুদ্ধে কত করিতেছি, তুমিও আমার বিরুদ্ধে কত করিতেছ, মোকদ্দমা আরম্ভ করিয়া "জব্দ" করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে, অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম, এবং নানা লোকের পরামর্শ ও বুদ্ধির সাহায্য গ্রহণ করিয়া কিসে বিবাদের বিষয়কে জটিল করিয়া লইব, বিপক্ষকে পাতালে লইব, তাহার দর্প চূর্ণ করিব, সম্পত্তি উদ্ধার করিব, সম্পত্তি বাড়াইব, এই চিন্তাতেই ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিয়াছি। অনর্থ মূলক অসার ধূলিরাশির জন্য বালকের বিবাদ দেখিয়া আমরা যেমন হাসি, বিষয়ে অনাসক্ত, মত্ততাশূন্য, ঈশ্বর নিরত চিত্ত, ধার্ম্মিকবর মহাত্মা আমাদের এই রূপ বিবাদ দেখিয়া মনে মনে হাসিবেন। কেন না, বালকের ধূলি খেলার মত আমরা যে সকল সামগ্রী লইয়া সংসার-ক্রীড়ায় রত আছি, তাহার স্থায়িত্ব, সারত্ব, উপাদেয়ত্ব, নিতান্ত অল্প। তুচ্ছ খেলায় মত্তহইয়া আমরা ভ্রম কূপে পতিত হই। তত্ত্ব-জ্ঞান চির লুপ্ত থাকে। অজ্ঞানতা বশতঃ অকিঞ্চিৎকর এবং অকার্য্যগুলিকেই সারবান্ বলিয়া বোধ হয়। প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা রূপে খাটি; ধন, মান, প্রভুত্বের জন্যও অনেক রূপ কার্য্য বিস্তার করি, বিলাসিতা প্রদর্শন করিতেও সাধ্যানুরূপ যত্নবান্ হই। অনধিক শত

বর্ষ পরমায়ুঃ মনুষ্য অল্প কালই ধরণী মণ্ডলে বাস করিতে পারে। এই অল্প সময়ের জন্য আমরা সংসার খেলায় যেরূপ আসক্ত হই, পরিণাম ভুলিয়া যাই, ইতস্ততঃ বিচার পরিশূন্য হই, নানা প্রলোভনে উত্তেজিত হই, রাঙকে সোণা মনে করি, পরকে আপন ভাবি, শরীরের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ কতদুর, বিচার করি না, মহামোহ সমুদ্রে ডুবিয়া যাই, ধূলি ক্রীড়াসক্ত বালকের মত আমরা মোহ-চ্যুত, তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট কেনই না উপহাসাস্পদ হইব? ধীমন্! বালকের ধূলি খেলা দেখিয়া মনকে গভীর ভাব সলিলে মগ্ন কর, অনেক জ্ঞানের কথা পাইবে।

—::*:×:*::—

মূর্খ কে?

যে ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া কার্য্য করে না, সহসা কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করে, সেই মূর্খ। যে নিজের বল না বুঝিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, গুরু জনকে অবজ্ঞা করে, ধর্ম্ম ভয় রাখে না, সেই মূর্খ। যাহার সাহস ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করে, যে অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস করে, উপকারককে শত্রু ও শত্রুকে মিত্র মনে করে, সেই মূর্খ। যে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলির অনুসরণ না করিয়া বিলাসিতায় রত হয়, ক্ষমতার অতীত বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হয়, বন্ধুগণের সহ কলহ করে, সেই মূর্খ। যার আশা উচ্চ বিষয়ে লক্ষ্য করে না, সামান্য সামান্য কার্য্য-গুলি সম্পন্ন করাকেই জন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য মনে করে, যে আত্মা অপেক্ষা অন্যকে অধিক প্রিয় ভাবে, সেই মূর্খ। যে রসনাকে কটু কথায় কলঙ্কিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত

হয় না, ক্রোধান্বিত হইলে নিতান্ত নীচতর ও ভয়ানক কার্য্যগুলি অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে, পশুর সহিত যাহার আচরণের পার্থক্য অল্প আছে, সেই মূর্খ। যে ব্যক্তি স্বানুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য পশ্চাত্তাপিত হয়, আপন গূঢ় কথা ব্যক্ত করিয়া চিন্তান্বিত হয়, নিয়ত শঙ্কা ও সন্দেহদ্বারা যাহার হৃদয় আকুলিত থাকে, সেই মূর্খ। যে অকারণে অধিক কথা বলে, সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিস্তার করে, সামান্য বিষয়ে উত্তেজিত হয়, তুচ্ছ কথাকে গুরুতর মনে করে, সরল বিষয়কে জটিল করিয়া তুলে, সেই মূর্খ। যে সৎ কার্য্যের বাধা জন্মায়, অসৎ কার্য্যের প্রশ্রয় স্বরূপ হয়, অনায়াসে লোককে দুঃখিত করে, পাত্রাপাত্র বিচার করিতে পারে না, সহজে বিপদের দিকে ধাবিত হয়, সেই মূর্খ। যে অন্যের অনিষ্টদ্বারা স্বীয় ইষ্ট লাভের চেষ্টা করে, নিয়ত সদাচরণ পরিত্যাগ করে, মিথ্যা কথাকে পাপ বলিয়া জানে না, স্বার্থ জন্য সকল শ্রেণীর কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই মূর্খ। যথার্থবাদী অপ্রিয় বক্তার প্রতি যে অসন্তুষ্ট হয়, অনৃতবাদী প্রিয় বক্তাকে যে আত্মীয় ভাবে, আবশ্যক বুঝিয়া যে মনের বিশেষ ইচ্ছাকে গোপন করিতে পারে না, সেই মূর্খ। ধ্বংসশীল দেহের প্রতি যাহার বিশ্বাস অটল, যে অবস্থার স্থায়িত্ব বুঝিতে পারে না, সুখ বা দুঃখে নিতান্ত গলিয়া পড়ে, সেই মূর্খ। যে কার্য্যে না দেখাইয়া কথায় অনেক রূপ স্বীয় ক্ষমতার বর্ণনা করে, অকারণে বিবাদের বিষয় খুজিয়া বেড়ায়, অনুক্ষণ লোকের সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই মূর্খ। শাস্ত্র বিষয়ে যার কিছুমাত্র আসক্তি

নাই, হিতজনক বাক্যাবলী যাহার কর্ণ কুহরে স্থান পায় না, যথার্থ কথা শ্রবণ করিয়াও যে রাগ করে, আপনার সহস্র দোষ স্বত্বেও তাহার প্রতিবিধানে কিছুমাত্র যত্নশীল না হইয়া পরচ্ছিদ্র নিয়ত অনুসন্ধান করে, সহসা অন্যায্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়,সেই মূর্খ। অন্যের গ্লানি করিয়া যে সুখানুভব করে, কাহারও দোষের কথা লইয়া বিশেষরূপে আন্দোলন করিতে যে ভাল বাসে, মানীর মান নাশে কিছুমাত্র দুঃখিত হয় না, স্বীয় সামান্য সুখ সাধনের জন্য অন্যের গুরুতর সুখের ব্যাঘাত করে, সেই মূর্খ। যে অন্যের মর্য্যাদা জানে না, নিয়ত আপন মান সম্ভ্রমের জন্য ব্যস্ত, বিদ্যাহীন হইয়াও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছুক, বহু সংখ্যক ধনের অধিকারী হইয়াও দীন ব্যক্তির আর্ত্তনাদে দুঃখিত হয় না, সেই মূর্খ। যে প্রভুর মনস্তুষ্টি জন্য গুরুতর কুকার্য্য-গুলিতেও মত প্রকাশ করে, সামান্য অর্থের জন্য পরমার্থ বিসর্জ্জন করে, দুই দিকের সুখের জন্য নিত্য সুখের মূলে কুঠারাঘাত করে, সেই মূর্খ। যে রিপুকুলের উত্তেজনায় নিতান্ত অধীন হয়, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিগুলির শাসন কিছুমাত্র গ্রাহ্য করে না, কোন কার্য্যের পরিণাম-বিচার করে না, যাহার বিবেক চির নিদ্রিত, সেই মূর্খ। যে অহঙ্কারী ধনীর সহিত প্রণয় স্থাপন করিতে যায়, প্রকৃত হিতৈষীর কার্য্যা-বলী বিচার করে না, মন্দ লোকের কথিত দুষ্ট বাক্য সমূহকে ইষ্ট মন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করে, সেই মূর্খ। যে ভোগ দ্বারা তৃষ্ণার নিবারণ বাঞ্ছা করে, ভয় দেখাইয়া লোককে বাধ্য রাখিতে চেষ্টাবান্ হয়, নত না হইয়া বড় হইতে চায়, সেই মূর্খ। যে পাপার্জ্জিত অর্থরাশি দানে নিযুক্ত

করে, যে দান করিয়া কুকার্য্যের প্রশ্রয় দেয়, দানের যথার্থ পাত্র বিচার করে না, যে মিথ্যা স্তুতি বাক্যে সত্য হইতে চ্যুত হয়, সেই মূর্খ। যে অর্থ না বুঝিয়া অধ্যয়ন করে, উপদেষ্টার উপদেশ অনুসারে কর্ম্ম করে না, অনেক পড়িয়াও পাঠ্য বিষয়ে যে কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না, সেই মূর্খ। যাহার বুদ্ধি স্থূল স্থূল বিষয়ের অনুসরণ করে মাত্র, সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবেশ করে না, যে আশু প্রিয় কোন বস্তুর জন্য ইতস্ততঃ বিচার শূন্য হইয়া উপদেশকের উপর রাগ করে " সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং " মহাপণ্ডিত চাণক্যের এই শ্লোকাংশের মর্ম্ম যে হৃত্ত সহকারে মনে না রাখে, সেই মূর্খ এই রূপে বহু প্রকারে মনুষ্যের মূর্খতা প্রকাশিত হয়, এবং তজ্জন্যই মনুষ্য অনেক সময়ে বিপদ ও অসুখ ভোগ করিয়া শান্তি বিসর্জ্জন দিয়া থাকে।

মত্ততা।

করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে যে সকল উৎকৃষ্টতর মনোবৃত্তিগুলিতে ভূষিত করিয়াছেন, নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির অত্যাচার হইতে স্বীয় সুখকে অব্যাহত রাখাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহা হইলেই মনুষ্য দুঃখের নিগ্রহে আর হাহাকার করে না। কিন্তু আমরা বৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে অল্পই সমর্থ হইয়া থাকি। আপাত মধুর বিষয়ে নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির উত্তেজনা নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠে, তখন আমরা সুখের যাথার্থ্য, কার্য্যের বিশুদ্ধতা বিচার করিতে পারি না। পরিণাম ভুলিয়া যাই,

সুতরাং মত্ত হইয়া পড়ি। এই রূপ মত্ততা নিম্ন শ্রেণীর। ইহাতে শারীরিক বল বিষময়ী চিন্তা দ্বারা কমিতে থাকে, মন লঘু হইয়া পড়ে, ভোগেতে ইচ্ছার দমন হয় না, ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, তখন চতুর্দ্দিক হইতে বিপদরাশি উপস্থিত হয়; নিন্দা, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। এই রূপে মনুষ্য ভ্রান্ত হইয়া দুঃখ রূপ মহাসমুদ্রে স্বীয় দেহ-তরণী ভাসাইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। শরীরস্থ ধর্ম্মভাব-উত্তেজক বৃত্তিগুলির বল অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা সুশিক্ষা ও সুরুচির একান্ত অনুমোদনীয়। অন্যথা, বিপদকে সাদরে আহ্বান করিতে হয়। সর্ব্বথা সর্ব্ব বিষয়ে অপ্রমত্ত থাকিব, প্রত্যেকের এই রূপ প্রতিজ্ঞা করা আবশ্যক। কোন এক বিষয়ে মনকে অধিক প্রবেশ করিতে দিলেই দেখিবে, করণীয় অনেক কার্য্য হইতে তুমি বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছ।

আমরা মদ্য পায়ীকে অবজ্ঞা করি, কিন্তু ভোগ্য বস্তুতে অত্যাসক্তি মদের মত্ততা অপেক্ষা ভয়ানক ও অসুখ ব্যঞ্জক। কোন বিষয়ে অভ্যাসের অধীন হইয়া পড়িলে, উহা যত কেন সামান্য হউক না, সহজে তাহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ কঠিন হইয়া উঠে। মহাত্মা ভরত মুনি এক হরিণ শাবকের প্রতি স্নেহ স্থাপন করিয়া তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন ও পরিণামে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানী, তপোবল সম্পন্ন এক জন মুনি অতি অকিঞ্চিৎকর বিষয়েও অভ্যাসের অধীন হইয়া পড়াতে স্বীয় ইষ্ট অনেক দূর ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি কি রূপে বলিব, মানুষের এই রূপ অবস্থা মদ্য-

পাপীর অবস্থা অপেক্ষা ভয়ানক নহে? মানুষ নিরন্তরই সুখান্বেষণে ব্যস্ত। মানুষের চিন্তা ও কার্য্য একমাত্র সুখের দিকে; কিন্তু কুহক জালাচ্ছন্ন এই সংসারে সুখের প্রকৃত সরণি অনুসন্ধান করিয়া লওয়া একান্ত দুরূহ। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যদিও প্রতীত হইবে যে, মত্ততাই মনুষ্যের জীবন, কিন্তু সেই মত্ততা উচ্চ শ্রেণীর না হইলে, মনুষ্য জীবন কলঙ্কিত, অপদার্থ, অকর্ম্মঠ, এবং মহা-বিপদ ও অসুখের আধার হইয়া উঠে। পরোপকার, আত্মোন্নতি, দেশের উন্নতি, সৎশিক্ষা বিস্তার, দোষের সমুচ্ছেদ, ঐশ্বরিক ভক্তি প্রভৃতি; যে কোন বিষয়ে মত্ত হইলে মনুষ্য নীচতাতে নীত হয় না। যদিও সকলেরই সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, তথাপি ভাল বিষয়ে মত্ত হইয়া ন্যায়ের সীমা উল্লঙ্ঘন করিলেও অধিক বিপদ ভোগ করিতে হয় না। পরন্তু, তাহাতে অজ্ঞ সমাজে অজ্ঞ লোকের নিকট বিপদ ও অসুখগ্রস্ত হইলেও পরিণামে তাহার কার্য্যাবলী সুফলপ্রদই হইয়া থাকে। কিন্তু আজ কাল নিম্ন শ্রেণীর মত্ততাই লোক সমাজে বিশেষ প্রভুত্ব করিতেছে।

সুতরাং লোকের সুখ নাই, শান্তি নাই, মনে কোন দেব ভাব নাই, মানুষ সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত, চলচ্চিত্ত, ব্যাকুলিত, মানসিক বল বিহীন, দৈব বিড়ম্বনাগ্রস্ত, অল্পায়ু, অযশোভাগী এবং ব্যাধিগ্রস্ত। স্নেহ মমতা হইতে হউক, প্রণয় হইতেই হউক, আর অন্যবিধ সামগ্রীর জন্যই হউক, মত্ততা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ভালবাসা, প্রণয় প্রভৃতিতে বিশুদ্ধতা না থাকিলে, তাহা সর্ব্বতোভাবে মত্ততা পরিশূন্য না হইলে, মহাদুঃখে পতিত হইতে হয়। আমরা এক

কিছু প্রিয় বোধ করি, তাহার ভাল মন্দ বিচার জন্য দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করি না। মনকে সহজেই তাহাতে ছাড়িয়া দিতে থাকি, অল্প কাল মধ্যেই হয়ত তাহার প্রতিফল পাইয়া শান্তিহারা হই। পতি পত্নীর প্রণয়, বন্ধুর প্রণয়, অপত্য স্নেহও অনেক সময় বিষময় ফল প্রসব করিয়া-থাকে। স্নেহ ও প্রেম নীচগামী, সুতরাং মানুষ উহার প্রাবল্যে সহজেই নীচতাতে নীত হইতে পারে। বিশুদ্ধ প্রীতি কথামাত্র, তাহা এই দুঃখের সংসারে সুদুর্লভ। সম্প্রতি বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের মধ্যে এক রূপ প্রণয় দেখা দিয়াছে, উহার শক্তি নিতান্ত সামান্য। উহাতে বিশুদ্ধতা, শান্ততা, উদারতা নাই, উহা একান্ত অবিশুদ্ধ, উগ্র, অমঙ্গলের আধার ও মত্ততায় পরিপূর্ণ। যে বালক ভ্রান্তি বশতঃ এই প্রণয়ের অনুসরণ করিয়া বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে যায়, নানা কারণে তাহাকে ক্ষুণ্ণ হইয়া পাঠের ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। আমি বিনয় সহকারে এই সব প্রিয়তম বালককে এই রূপ প্রণয়ের অন্যবসায় হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিতেছি। উপদেষ্টা স্নেহ মমতার মর্ম্মজ্ঞ এবং তাহার বিষময় ফলভাগী। অতএব প্রিয় বালকদের প্রণয়ের সহিত সহানুভূতি আর রাখিতে পারি না। মনুষ্য অশেষ প্রকারে মত্ত হইয়া অশেষবিধ অসুখ ভোগ করিতেছে; বিবেক ও পরিণামদর্শিতার অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। মনুষ্য-বুদ্ধি অনেক সময়ে সহজ কারণে তরল হইয়া পড়ে। একমাত্র বুদ্ধির চপলতা হইতে আমরা কি না দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে পারি? মনকে ছাড়িয়া দিলে যেমন সহজ বিষয়ও ঘোরাসক্ত হইয়া পড়ে, আবার

ইচ্ছা করিলে মনকে সকল বিষয়েই অনাসক্ত রাখিবার শক্তি আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি। সেই শক্তি অভ্যাস করিবার জন্য যত্নশীল হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। আমরা অনেক সময়েই মনের বিশেষ ভাব গোপন করিতে পারি না। পরন্তু, কৌতুক বা আমোদের জন্য অনেক স্থলেই উহা প্রকাশ করিয়া চরিতার্থ হই। যখন কোন লোভনীয় কার্য্যে আসক্তি জন্মে, তখনই এই রূপ ঘটে। কেবল মত্ততার দাস হইয়া আমরা এই রূপ করি। পরিণামে হয়ত এক সময়ে স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতায় সমুচিত প্রতিফল পাইয়া যুগল করতলে কপোলদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া অবাক্ হইয়া বসি, আত্মগ্লানি দ্বারা বিলক্ষণ শাসিত হই। জগদীশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহার সৃষ্ট জীবদিগকে মঙ্গল ও সুখ দান করা তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা সেই মহান্ পিতার নিয়ম সকল ভুলিয়া যাই, তাঁহার প্রতি মন আমাদের অল্পই ধাবিত হইয়াথাকে। কাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া কাচেতে ভ্রান্ত হই। তুচ্ছ বিষয়ে মত্ততার শাসনাধীনে থাকিয়া শরীরকে অকর্ম্মঠ ও রোগের আধার করিয়া তুলি। সংসারকে দারুণ দুঃখ-পূর্ণ মনে করি, আমরা মনুষ্যের নিকট অপরাধ করিয়া দণ্ডবিধি আইনের অধীনে আসিলেও নানা কৌশল বিস্তার করিয়া মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতিও পাইতে পারি; কিন্তু ঐশ্বরিক দণ্ডবিধি আইনের প্রকৃতি সে রূপ নহে। ঈশ্বর রাজ্যে অপরাধ করিয়া কোন রূপেই নিস্তার নাই। মহৈশ্বর্য্য মহাবল থাকিলেও, মহা মহা সাহায্য পাইলেও, ঐশ্বরিক নিয়ম ভঙ্গের ফল অব্যর্থ। আমরা যখন কোন অবৈধ উপায়ে সুখ লাভের জন্য

চেষ্টাশীল হই, মত্ততা প্রযুক্ত ইতস্ততঃ বিচার করি না, কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই তাহার অনিষ্টকারিতা বিলক্ষণ রূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন বুদ্ধির ত্রুটি বুঝিতে পারি। অধুনাতন লোকদিগকে হীনতর বিষয়ে যত দূর মত্ত দেখা যায়, পুরাকালে লোক সকল এই রূপ মত্ততার হস্ত হইতে অনেক দূর রক্ষিত ছিল। তখন ধর্ম্মের শাসন প্রবল রূপে চলিতেছিল। সেই সময়ে মানুষের মত্ততাও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলির অনুসরণ করিত। এখন দেখিবে, মানুষ স্বার্থ জন্য মত্ত, আত্মাবনতির জন্য মত্ত। সরলতা, সদাশয়তা, উদারতা, অমায়িকতা প্রভৃতি উচ্চতম গুণগুলি লোক সমাজ হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে। কুটিলতা, নীচতা, দ্বেষ, হিংসা, ভয় প্রভৃতি জঘন্যতম ভাবগুলি দ্বারা মানুষ অধিকতর উত্তেজিত। আজ কাল অধিকাংশ মনুষ্যের মধ্যে দেখিবে, কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না, কেহ কাহাকে আত্মীয় ভাবে না, সকলেই পর, সংসারে যেন সত্য ধর্ম্ম নাই, যে কোন জঘন্য উপায়ে হউক না কেন, স্বার্থ সাধন জীবনের উদ্দেশ্য। এগুলি অতি ভয়ানক মত্ততা। মানব! তুমি এত তুচ্ছ বিষয়ে মত্ত হইয়া শান্তি হারা হও কেন? একমাত্র আত্ম সুখ কল্পনা করিয়া সংশয়স্থ সকলকে বিষ-নেত্রে দেখিতে লজ্জা বোধ কর না? নীচতর বৃত্তির উত্তেজনা বশে ক্রমশঃ নীচ পথগামী হইয়া পড়িতেছ, তথাপি চেতনা লাভে যত্নশীল হইতেছ না? নিয়ত আমার আমার বলিয়া ব্যস্ত। কিন্তু এই সংসারে প্রকৃত প্রস্তাবে কে আমার হইয়াথাকে? তোমার স্বীয় শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কত দূর, প্রথমতঃ তাহার

বিচার কর, পরে পুত্র, কন্যা, পত্নী ও ভ্রাতা, ভগিনীর সঙ্গে সম্বন্ধের গুরুত্ব ধরিয়া লইও। সমুদায় পৃথিবীকে যদি একটি বৃহৎ বাটী বলিয়া মনে করি, তবে ঈশ্বর সন্তান মধ্যে সকলই আমরা ভ্রাতা, ভগিনী বলিয়া ভাবিব, তাহাতে দোষ কি? তুমি কেন সকলকে পর মনে কর? কেন সমুদায় ভ্রাতা ভগিনীর উপর অবিশ্বাস স্থাপন কর? বাস্তবিকত সকলেই পর, কিন্তু তুমি সে রূপ ভাবে পর মনে কর না। তোমার মনোভাব উদারতা শূন্য হইয়া মহান্ধতা বশে নীচতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই, ভাই, ভগিনী সকলকে আমার মনে করিয়া আর সকলকে পর বলিয়া ভাব। নিকৃষ্ট মমতাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দাও, ধর্ম্ম ভাবে উত্তেজিত হও, ঐশ্বরিক প্রেমে মনোনিবেশ কর, ঈশ্বরের মহাশক্তি, মহদৌদার্য্য, মহৎভাব সমূহের চিন্তা কর, দেখিবে তখন আত্ম পর বিচার কম হইয়া আসিবে। হিংসা-কীট হৃদয়ে বিষম দংশন করিবে না, সকলকেই তখন আত্মীয় বলিয়া মনে করিতে আর আপত্তি থাকিবেক না। আত্ম পরিবারের ন্যায় যথা শক্তি সকলেরই উপকার করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা হইবে। এই সংসারকে নিরন্তর দুঃখময় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সর্ব্বথা মত্ততাচ্যুত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সংসার নিরন্তর আনন্দে পূর্ণ। তুচ্ছ মত্ততাতে আমাদের মন কতকগুলি উৎকট পিপাসায় শান্তিহারা হয়, সুতরাং আমরা প্রায়ই প্রকৃত সুখ বুঝিতে পারি না। তখন যে রূপেই হউক, মত্ততা পরিশূন্য হইয়া, অনুক্ষণ স্থির চিত্তে থাকিয়া সুখী হইবার চেষ্টা করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। অন্যথা, মনুষ্য জীবন একান্ত অসুখে ও বিপদে অভিভূত হইয়া থাকে।

ব্যভিচার।

মনুষ্যকে সর্ব্বদা সদাচার-সম্পন্ন হইবার জন্যই ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলি উপদেশ দিয়া থাকে, কিন্তু আমরা সেই উপদেশ মুখ্য কার্য্য করিতে অল্পই সমর্থ হই, সুতরাং সহজেই আমাদিগকে ব্যভিচার স্পর্শ করিতে হয়। ব্যভিচারী লোকের নিকট লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াও আপন দোষের সংশোধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। স্বীয় অনিষ্ট বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াও অনেকে সদাচার রক্ষা করিতে পারে না। অনেকে, চেষ্টার অন্ত সীমায় গিয়াও তাহা পারে না। তখন সে, নিতান্ত হতাশ হইয়া স্বীয় জীবনকে কলুষ পঙ্কেই ছাড়িয়া দেয়।

ধর্ম্মের মান জানিয়াও অধিকাংশ লোক, তাহা লাভ করিতে অক্ষম। অশেষ প্রকারে দুর্গতিগ্রস্ত হইতেছে, তবু দেখিবে, লোকের মতি ধর্ম্মের দিকে কিছুই চলিতেছে না, অথবা নিতান্ত মৃদু গতিতে চলিতেছে। যে কার্য্য করিয়া পরক্ষণেই বিষম অনুতাপিত হইতেছে, আবার সেই কার্য্যের প্রতিই মন অনিবার্য্য বেগে ধাবিত হইয়াথাকে। বিশেষ রূপে ফল ভোগ করিয়াও মানুষ অকার্য্যগুলি হইতে বিরত থাকিতে পারিতেছে না। অনেক সময়ে মহাবিজ্ঞ লোকেও সহজ কারণে ব্যভিচার স্পর্শ করিয়া বিপদ্গ্রস্ত হন। এরূপ ঘটিবার কারণ কি? সংসারে বিচরণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে কেন? ব্যভিচারী ব্যক্তিগণের প্রতি নিয়ত ঘৃণা প্রদর্শন না করিয়া, ইহার মূল তত্ত্ব অনুসন্ধানার্থ একবার চেষ্টাশীল হওয়া আবশ্যক। আমরা বিপদ ও অসুখ

জানিয়াও যে তাহাতে ধাবিত হই, অবশ্য তাহার কারণ পরম্পরা বিদ্যমান আছে, জানিতে হইবে। প্রথমতঃ, মনুষ্যের শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম ও নীতির যোগ থাকা আবশ্যক। অন্যথা, তাদৃশ শিক্ষায় মনুষ্য-চরিত্র সর্ব্বথা উৎকৃষ্ট রূপে গঠিত হইতে পারে না। ধর্ম্মভাব হৃদয়ে অক্ষুণ্ণ হইয়া না উঠিলে, আশুপ্রিয় বিলাস বস্তু সমূহের প্রতি স্পৃহার লাঘব হয় না। যশঃ ও অর্থ লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া অধুনাতন লোকেরা বিদ্যা শিক্ষায় রত হন, সুতরাং উচ্চতম শিক্ষায় উন্নীত হইয়াও তাঁহারা অনেকে ইতর বৃত্তিগুলিকে বশে রাখিতে পারেন না, সহজেই ভ্রষ্টাচারী হইয়া পড়েন। মনে সর্ব্ব সময়ে একটুকু বিশেষ বৈরাগ্য জাগরূক থাকা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যথা, ভোগ্য বস্তুর প্রতি এক সময়ের জন্যও ঘৃণার উদ্রেক হইবার নহে। ভোগ্য বস্তুতে অত্যাসক্তি হেতুই আমরা সদাচার রক্ষা করিতে পারি না। পণ্ডিতেরা পৃথিবীর হিত সাধন জন্য, নিরন্তর গভীর শাস্ত্র সকলের অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিয়া গভীর উপদেশযুক্ত বাক্যাবলী পূর্ণ গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য তাঁহারা এক রূপ সর্ব্বত্যাগী হইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাদি হইতে নিয়ত উপদেশ পাইতেছি, কিন্তু এমনই দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি যে, সেই সকল মহামূল্য উপদেশ বাক্যগুলি হইতে আমাদের কিছুই জ্ঞানের উদ্বোধ হইতেছে না। আমরা যে রূপ উপদেশ পাই, তদনুরূপ কার্য্য করি না, গ্রন্থ সকল পাঠ করি মাত্র। সংসারের যৎসামান্য সুখের জন্যও পণ্ডিতের কথা লঙ্ঘন করিয়া থাকি। সুতরাং সদাচার

হইতে চ্যুত হই। আজ কাল অধিকাংশ লোক পার্থিব সামান্য সুখ সাধনের জন্য বিশেষ উত্তেজিত হইয়াথাকে, তজ্জন্য অনেক সময়ে গুরুতর অকার্য্যগুলিও সম্পন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, ন্যায়পথ হইতে সহজে ভ্রষ্ট হয়। সুতরাং সদাচার রক্ষা করা অনেক সময়েই লোকের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে। সমাজে অনুক্ষণ কেবল মন্দ বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে. যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে, দ্বেষ, হিংসা, অকৃপা. চপলতা. নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়, সমাজের বহু সংখ্যক ব্যক্তি তাদৃশ কার্য্যকল্প লইয়াই আমোদ অনুভব করেন, সুতরাং সদাচার প্রায়ই মানুষকে ত্যাগ করিতেছে, সমাজে গুরুতর দোষ সমূহ প্রবেশ করিয়াছে। সৎকার্য্যের পুরস্কার নাই, অসৎ কার্য্যে বিশেষ রূপ উৎসাহ পাওয়া যায়। যথার্থবাদী হিতৈষীকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, বহু কষ্টেও সততা রক্ষা করা লোকের ভাগ্যে ঘটে না। সুতরাং ব্যভিচার স্পর্শ না করিয়া অল্প লোকেই থাকিতে পারেন। কৌলীন্য-প্রথার অযথা ব্যবহার, কন্যা-পণের অত্যাচার হইতে অধিকাংশ যুবকের ভাগ্যে ভার্য্যা লাভ দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। তাদৃশ লোক সমূহ দ্বারায়ও এক রূপ ব্যভিচার স্রোতঃ প্রবল রূপে বাহিত হইতেছে। তাহাদের দোষ কি? ঐশ্বরিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কাল নুসারে নরগণ কোন বিশেষ ইচ্ছার অধীন হইয়াই স্ত্রীর প্রণয়ের অভিলাষী হয়, পবিত্র পরিণয় দ্বারা তাহা লাভ না হইলে, প্রণয় প্রবৃত্ত অযথা পক্ষে বিচরণ করে। ভার্য্যাহীন ব্যক্তিরা প্রায়ই পরদারাসক্ত। যে তাহা নয়, সে আবার অন্য কোন বিশেষ অবৈধ উপায়ের অনুসরণ করিয়া, স্বীয় জীবনকে

বলুষিত হবে, দেখিবে, তাদৃশ দুর্ভাগ্য ব্যক্তি নিয়ত অসুখী। যে যুবক ভার্য্যা গ্রহণ করেন নাই, অথচ পরকীয়ার অঙ্গ স্পর্শ জনিত কলঙ্ক হইতেও রক্ষিত, সর্ব্বথা চাপল্য পরিশূন্য, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্ত, কোন রূপ অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য আত্মগ্লানি দ্বারা শাসিত নহেন, তিনি ভীষ্ম সদৃশ মহাত্মা। কিন্তু আমার বিবেচনায়, এমন লোক এখন নাই, যদি থাকেন, আমি দেবতা বোধে তাঁহাকে নিয়ত পূজা করিতে প্রস্তুত আছি। পণ্ডিতেরাই বলিয়া গিয়াছেন, ভার্য্যা ভিন্ন মনুষ্যের সকল ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, বাস্তবিক ভার্য্যার অভাবেই বহু লোককে ব্যভিচার স্পর্শ করিতে হইতেছে ভার্য্যার অভাবেই অনেক যুবকের প্রণয়ের প্রকৃতি বিবিধ ভাব ধারণ করে, ভার্য্যার অভাবেই গুরুতর বিপদ সকল ভোগ করিয়া মানুষকে অবসন্ন হইতে হয়। সমাজের নিয়মানুসারে অনেক লোককে ভার্য্যাভাব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, এবং ইহাই ব্যভিচার স্রোতঃ বৃদ্ধির প্রবলতর কারণ। স্থূল দৃষ্টিতে বোধ হয়, আজ কাল বিদ্যার চর্চ্চা লোক সমাজে বেশী হইতেছে, অধিক লোকই শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য হইতেছেন, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এরূপ অনুমান যে, ভ্রান্তি মূলক, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না। প্রায় প্রত্যেক জেলাস্থ পল্লী গ্রামের লোকদিগের অবস্থা যথার্থ নাই শোচনীয়। গ্রামে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রকৃত লেখা পড়া কিছুই জানে না, লেখা পড়া শিখিয়া চাকরি করাই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, লেখা পড়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেকের জ্ঞান নিতান্ত সামান্য। লেখা

পড়া শিক্ষার জন্য অর্থাদি ব্যয় করাকেও অনেকে কষ্টের বিষয় বলিয়া মনে করে. সুতরাং গ্রামের লোক সকলই ঘোর অশিক্ষিত। যে যে স্থানে স্কুল আছে, তাহাতে প্রায় লোককে দেখাইবার জন্য। সেই সকল স্কুলের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সহিত শিক্ষকের কষ্ট অবগত হইলে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই দুঃখিত হইয়াথাকেন। গড়ে প্রতি-গ্রামে দুই এক জনের বেশী প্রকৃত শিক্ষিত লোক নাই। তবে জেলা-ভেদে কোন কোন স্থানে শিক্ষিতের সংখ্যা কিছু বেশী হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারাও গ্রামের অবস্থার উন্নতি পক্ষে অনেক কম সাহায্য হয়, নানা কারণে তাঁহারাও তদ্বিষয়ে অক্ষম হইয়া থাকেন; এখন দেখুন, কত জন প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশে লেখা পড়া জানেন? গভীর বিদ্যা বুদ্ধির অভাবে মনুষ্য কেনই না ব্যভিচার স্পর্শ করিবে?

আমরা দেখিতে পাই, ইদানীন্তন বালকগুলি দুঃশীল, নির্লজ্জ অবিনীত, গুরুজনের প্রতি ভক্তি শূন্য; শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও স্নেহ বিহীন হইয়া উঠিয়াছে। নিয়ত "ইয়ার্কি" করা "ইয়ারদিগের" সহিত রঙ্গ রসের কথায় প্রবৃত্ত থাকা, তাহাদের অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে। বয়োবৃদ্ধকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করে না। বিদ্যা বুদ্ধি যিনি বড়, তাঁহাকেও তত মান্য করে না, সহজে নত হইতে চায় না। বিদ্যা শিক্ষার প্রতি ইহাদের প্রকৃত প্রস্তাবে আস্থা নাই। মনে কোন উচ্চভাব স্থান পায় না। হৃদয় যাহাতে অপ্রশস্ত, সঙ্কুচিত ও পাপের আধার হইতে পারে, ইহারা তাদৃশ কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠানে নিরত।

ইহারাই আমাদের উত্তর কালের ভরসা, কিন্তু ইহারা এখন হইতেই সদাচারভ্রষ্ট হইতেছে। এখন কেহ কোন রূপ কুকর্ম্ম করিলে লোকে তাহাকে কাবু ভাবে উপদেশ দেয় না, তাহার হিতেচ্ছু হইয়া সরল ভাবে সেই কার্য্যের ফল বুঝাইয়া দিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দেয় না। পরোক্ষে তাহার নিন্দা করে, দোষ সমূহের কথা লইয়া উপহাস করে, কেহ বা সেই বিষয় "গাথা রচনা করিয়া পল্লী-বালদলে" শিখাইয়া দেয়। হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি নীচতর বৃত্তি-বশে এই রূপে দোষীকে পাতালে লইবার চেষ্টা করে। হায়! হায়! এই কি মানুষের সহৃদয়তা? আমরা তারকেশ্বরের মোহন্তের বিষয়ক কুৎসা লইয়া কত কবিতা করিলাম, কেহ নাটক লিখিলাম, দলে দলে তাহার অভিনয় করিলাম, ঐ সম্বন্ধেই নানা রকম পুথি প্রচার হইল কিন্তু মোহন্তও যে আমাদের এক জন ভ্রাতা, মনুষ্যমাত্রেরই যে মনোবৃত্তি এক রূপ, মনুষ্যমাত্রেই যে মোহন্তের অপেক্ষাও কত গুরুতর দুর্দ্দশায় পতিত হইতে পারে, তাহা কয় জন লোকে ভাবেন? দেখুন, এক জনের দোষের বিষয় লইয়া বিশেষ রূপ আন্দোলন করিতে আর্য্য সন্তানেরা কেমন অনুরক্ত হইয়াছিলেন? মনের উদারতা অধিকাংশ লোকের নষ্ট হইয়াছে। যে সরলতা, ঔদার্য্য দয়া, দাক্ষিণ্যের জন্য, আর্য্যেরা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া গণ্য ছিলেন সেই আর্য্য সন্তানগণ মধ্যে আজ দেখিবে, দ্বেষ, হিংসা, কুটিলতা, পরশ্রী কাতরতা, অসত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষ সমূহ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত আত্মীয়তা প্রকৃত স্নেহ ভালবাসা, অন্তর্হিত

হইয়াছে, প্রায় কাহারই মন সর্ব্বথা শুদ্ধ নহে। সকলেরই হৃদয়-দ্বার প্রায় রুদ্ধ থাকে, মনে মুখে প্রায় কেহই এক হন না। এখন দেখুন, গৃহ বাসের অভিলাষী হইলে বর্ত্তমান সমাজে থাকিয়া কি রূপে সর্ব্বথা সদাচারী হওয়া সম্ভবিতে পারে? যিনি সততা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সমাজের সহিত অল্পই ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইবে।

মনুষ্যের হীনতাই ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, কোন রূপ চেষ্টা দ্বারাই মানব পবিত্রতায় নীত হইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। কুকার্য্য একরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাহার উচ্ছেদ সাধন সহজে অসম্ভব।

ক্রমশঃ ব্যভিচার-স্রোতঃ প্রবলরূপে বাহিত হইয়া উহা প্রবল রূপ মহার্ণবের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমরা মনুষ্যদিগকে যেরূপ ভ্রষ্টাচারী দেখিতেছি, তাহাতে এই পৃথিবীকে সুখ শান্তিতে পূর্ণ দেখিবার আর আশা নাই। যে মহাত্মা এই সময়ে লোক সমাজ ছাড়িয়া কালের অতল গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই শান্তির ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন। তিনিই ধন্য মানব। যদি কথঞ্চিৎ সুখ শান্তি ও ইষ্ট লাভের অভিলাষী হও, কোন রূপ প্রলোভনে সদাচার-ভ্রষ্ট ভ্রাতৃগণের প্রণয়ে ভুলিও না। আমাদের একমাত্র পিতার প্রতি নির্ভর, অবশ্য তিনি সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবেন।

—::*::১::*::—

নিন্দক।

হংসেরা জল পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ মাত্রই গ্রহণ করিয়াথাকে, তদ্রূপ গুণগ্রাহী, বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সকল

বিষয়েরই গুণ গ্রহণ করেন। দোষ ভাগ তাঁহাদের অল্পই আলোচ্য হয়। পুনঃ পক্ষে, শূকরেরা পুরীষমাত্র গ্রহণ করে। নিন্দকগণ সকল বিষয়েরই কেবল ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, যে কোন স্থান হইতে যে রূপে হউক না কেন, বিন্দুমাত্র দোষ পাইলেই তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। কোন স্বার্থ না দেখিয়াও মূষিক যেমন লোকের উপাদেয় বস্ত্রাদি কাটিয়া নষ্ট করে, ইহারা সর্ব্ব প্রকারে স্বার্থ শূন্য হইয়াও অনেক স্থলে অশ্রাব্য অসুন্দর দোষ পূর্ণ কদর্য্য বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়া লোকের হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন করিতে চেষ্টাবান্ হয়। হিংসা রূপ বিষম অগ্নি ইহাদের হৃদয়ে অপ্রতিহত প্রভাবে নিয়ত জ্বলিয়া থাকে, কাহারও কোন রূপ সৌভাগ্য বা উন্নতি ইহাদের চক্ষুঃশূল স্বরূপ হয়। গুণী জনের গুণের অপলাপ করা, সদাশয়গণের অপমান করিতে চেষ্টাশীল হওয়া, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত সৎকার্য্য সমূহের দোষ কীর্ত্তন করা, তাঁহাদের সদভিপ্রায়কে অসৎপথে লইয়া যাওয়া, এই দুর্ম্মতি মানবাধমদিগের প্রকৃতি সিদ্ধ ব্যবহার। উদ্যানের শত্রু কণ্টক, ধর্ম্মের শত্রু পাপ, সুখের শত্রু অশান্তি, তদ্রূপ মনুষ্য সমাজের শত্রু নিন্দক।

যে কোন প্রকারে হউক না কেন, অবিরত লোকের নিন্দা লইয়া থাকিতে পারিলেই ইহারা আপনাদিগকে মহৎ বলিয়া মনে করে। ভাবে যে, আমাদের সমালোচনা শ্রবণে অবশ্যই সকলে মোহিত ও সন্তুষ্ট হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিবে। কিন্তু ঐ নির্ব্বোধেরা জানে না যে, উহারা পণ্ডিত নাম প্রাপ্ত হইলে সংসারে "মূর্খ" শব্দে কে

অভিহিত হইবেক ? যদি অন্যের গ্লানি রচনা করিয়া, অন্যের পাণ্ডিত্যের অপলাপ করিয়া, বিজ্ঞ ও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হওয়া যাইত, তবে " পণ্ডিত " শব্দের আর কিছুই গৌরব থাকিত না। অন্যের নিন্দা করা সহজ, স্বয়ং নিন্দাবিহীন হওয়া অত্যন্ত কঠিন। যাহারা পরোক্ষে সকলের নিন্দা করিয়া শান্তি লাভের ইচ্ছুক হয়, তাদৃশ অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের গ্লানি বহু জনের মুখে রচিত হইয়া থাকে। নিন্দকেরা নিতান্ত হীনতেজা ও হীনমনা, সহজে প্রকৃত বিষয় হইতে দূরে অবস্থিতি করে। অকারণে লোকের নিন্দা করা যেমন ইহাদের স্বভাব সিদ্ধ বিদ্যা, তদ্রূপ ইহারা কোন জঘন্য স্বার্থ সাধনে লুব্ধ হইয়া অকারণে লোকের প্রশংসাও করিয়াথাকে। যাহারা বহু দোষের আকর, কদাচিৎ দুই একটি গুণ যাহাদের শরীরে লক্ষিত হয়, ন্যায়, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতিকে নিয়ত অবজ্ঞা করা যাহাদের অভ্যাস, তাদৃশ দুরাচারেরাই সচরাচর নিন্দক হইয়াথাকে। যাহারা অল্প বিদ্যাভ্যাস করিয়া আপনাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া ভাবে, প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে অক্ষম হইয়া বিদ্যাধ্যয়ন করে, যাহারা অনুক্ষণ ধনীদিগের অনুগ্রহ প্রত্যাশী ও তাঁহাদের সহিত বিশেষ সংস্রব রাখিতে যত্নশীল, তাহারাই প্রায় নিন্দক হইয়া স্বীয় জীবনকে কলুষিত করে। লেখা পড়ার আলোচনা অনেকেই করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত লেখা পড়া শিখিয়া বিজ্ঞ ও পণ্ডিত অল্প লোকই হইয়াথাকেন। অতএব লেখা পড়া জানিয়াও অনেকে নিন্দক হয়। হৃদয় হইতে হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা প্রভৃতি দূর করিয়া হৃদয়কে মার্জ্জিত ও উন্নত করতঃ

পবিত্রতার আধার করা বিশেষ সুশিক্ষা এবং সুরুচির প্রয়োজন। নিয়ত সৎসমাজে বাস, উদার নীতি সম্পন্ন বাক্য সকলের মর্ম্ম অভিনিবেশ পূর্ব্বক গ্রহণ, সদ্দৃষ্টান্ত দর্শন, সতত সততার অনুসরণ করা ব্যতীত মনুষ্য সহজেই হীনবুদ্ধি, মূঢ় হইয়া কর্ত্তব্য বিচারে অপারগ হয়, সুতরাং তাহারা সহজেই বিদূষক বলিয়া পরিচিত হইয়াথাকে। একদা আমার কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলাম, "দোষে বিরক্ত গুণে অনুরক্ত হওয়া মানব প্রকৃতির নিয়ম"। তিনি তাহার উত্তর স্থলে এই রূপ মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন, "আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সাধারণতঃ সত্য বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। ছিদ্রান্বেষী মূঢ়মতি বিদূষকেরা নিয়ত অন্যের ছিদ্র দেখিয়া বেড়ায়। তাহারা লোকের গুণরাশির সহজে অপলাপ করে, এবং তাহাদিগকে দোষ রূপে পরিণত করিয়া লয়।" বন্ধুর লিখিত এই সকল কথার তাৎপর্য্য অনেক স্থলে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই। নর পিশাচ নিন্দকেরা গুণী ব্যক্তির প্রতি দোষারোপ করিয়া মহাসুখ অনুভব করে, স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়। ইহাদের মনোভাব অতি গূঢ় ভাবে হৃদয়ে নিবদ্ধ থাকে। সহৃদয়তার সঙ্গে ইহাদের বিন্দুমাত্র সংস্রব নাই। ক্ষমা ইহারা কিছুই অভ্যাস করিতে পারে নাই। নিয়ত অসার বক্তৃতা করিয়া বাচালতা প্রকাশ, কার্য্যে কিছুই না দেখাইয়া কথায় স্বীয় গুণ ও শক্তি প্রভৃতির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা করা ইহাদের অভ্যাস। ইহারা গাম্ভীর্য্য, শান্ততা, বিবেক গুণ নিচয়ের কিছুই অনুসরণ করে না,

আপনাদিগকে কৃতবিদ্য বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস অটল। পাড়াগাঁয়ে এমন বাবু ও পণ্ডিত অনেক আছেন, যাঁহারা দুই পাত ইংরেজী এবং দুই চারিখানি বাঙ্গালা কাব্য পুস্তক পাঠ করিয়াই সেক্সপিয়র, হোমর, কালিদাস প্রভৃতির কথা লইয়া ব্যস্ত হন। বঙ্কিম বাবু, হেম বাবু, নবীন বাবু, বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মাগণের লিখিত প্রবন্ধ ও পুস্তকগুলির সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহাঁরা কাহাকে বা পাতালে লন, কাহাকে বা স্বর্গে উঠান। বিজ্ঞের বিজ্ঞতা, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, সদাশয়ের সুশীলতা ও সততা ইহাঁদের নিকট অন্যায়রূপে মারা যায়। ইহারা জিহ্বাকে বিষম হলাহলের আলয় করিয়া তুলে। লোককে সহসা অন্যায্য কথা বলিতে কিছুমাত্র ভীত বা উৎকণ্ঠিত হয় না। নিয়ত লোকের অনিষ্ট সাধন এবং ইতর উপায়ে আপনাদিগের সুখের চেষ্টা করা ইহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। অসীম ব্রহ্মাণ্ড পতির সৃষ্টি মধ্যে ইহারা যে কি আশ্চর্য্য জীব, তাহা ঠিক করিয়া উঠা কঠিন। আপন দোষে ইহারা শান্তি লাভ করিতে পারে না, অন্যের উন্নতি ইহাদের পক্ষে শেল বিদ্ধ হইয়াথাকে, স্বীয় ব্যবহারের প্রতিদান অনুক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াও হৃদয়কে পবিত্র ভাব সমূহে মার্জ্জিত করিতে চেষ্টাবান্ হয় না।

মহাকবি কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, " রঘু বংশের বর্ণনা করা, আমার পক্ষে ভেলা দ্বারা সাগর পার হইবার চেষ্টামাত্র। আমি মন্দ কবি যশঃ প্রার্থী হইয়া উন্নত পুরুষের লভনীয় ফলের লোভে ঊর্দ্ধবাহু বামনের ন্যায়

উপহাসাস্পদ হইব" পণ্ডিতবর সক্রেটিস্ বলিযাছিলেন, "আমি কেবল এইটি নিশ্চিত জানি যে, কিছুই জানি না।" জগৎ বিখ্যাত স্যর আইজাক্ নিউটন্ বলিয়া গিয়াছেন, "আমি বালকের ন্যায বেলা-ভূমি হইতে উপল-খণ্ড সঙ্কলন করিতেছি, কিন্তু জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" এই সকল মহা মহা বিজ্ঞ, প্রাতঃস্মরণীয পণ্ডিতগণও স্ব স্ব বিদ্যা বুদ্ধির কিছুমাত্র গৌরব করিতে সাহসী হন নাই, এই সব ডুবাচার, অল্প বুদ্ধি, বিকৃত মনা নিন্দকেরা নিতান্ত সামান্য রূপ লেখা পড়া শিখিয়া কেমন করিয়া আপনাদিগকে বিদ্বান্, পণ্ডিত, সভ্য ও সাধারণের শিক্ষক স্থানীয় বলিয়া মনে করে, কিছুই বুঝি না। এই সকল লোক অপেক্ষা আমার বিবেচনায়, বারাঙ্গনারা ও নর্ত্তকীগণ অধিক লজ্জার অনুসরণ করে। ইহারা কৃতান্তের পবিত্র নিকেতনের অতিথি না হইয়া, ধরিত্রী মাতাকে কেন পীড়িতা করিতেছে?

ভাই বিদূষক সকল! পর নিন্দারূপ হলাহল ত্যাগ কর। রসনাকে ভাল কথায় সুতৃপ্ত কর। লোকের দোষানুসন্ধানে বিরত হও। আপনি সর্ব্ব দোষ বিহীন হইতে যত্ন কর। ধর্ম্ম ও ন্যায়ের আদর শিক্ষা কর। মহান্ পিতা ঈশ্বরেতে চিত্ত অর্পণ করিয়া জগতের সকলকে ভাই ভগিনীর মত দেখ, শান্তি পাইবে। মূল্যবান্ মানব জীবনকে আর অসার করিয়া তুলিও না।

সহস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয়।

মৃত মহাত্মা মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই কথার গভীর উপদেশ ভুলিয়া গিয়া অনেক সময় আমরা বিপদে পতিত হইয়াথাকি। নানা প্রলোভন ও নানা পাপের হস্ত হইতে রক্ষিত হইয়া, সাধু শব্দে বাচ্য অল্প লোকেই হইয়া থাকেন। সর্ব্বতোভাবে সততা রক্ষা করা অসৎ জগতে দুরূহ। স্থূল স্থূল কতিপয় বিষয়ে ন্যায়ের অনুসরণ করিয়াও সাধু হওয়া সহজ কথা নহে। অতএব পূর্ব্বোক্ত কথা নিয়ত স্মরণ রাখিয়া সকলেরই কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অমুকে সৎ, এ কথা সহজে বিশ্বাস করাই অন্যায়। আমরা স্থূল দৃষ্টিতে যাহাকে অনেক সময়েই সাধুর ন্যায় আচরণ করিতে দেখি, হয়ত তিনি অতি সহজে, অতি তুচ্ছ কারণে আপনার সমুদায় সততা ভুলিয়া ভয়ানক ন্যায় গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াথাকেন। এমন কি, আমরা দশ বৎসর বা তদধিক কাল যাঁহার চরিত্র জানিতেছি, এমন অনেক ব্যক্তিও সহসা আপন রুচি ও প্রকৃতির বিপরীত কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হন না। মনুষ্য মনের নিগূঢ়তম প্রদেশের প্রকৃত ভাব সহসা কে বুঝিতে পারে? বিজ্ঞান-বলে কত অদ্ভুত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করা যায়, কত দুরূহ কারণ নির্ণীত হয়, ভোজ বাজির ন্যায় কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থের আবিষ্কার হইয়াথাকে। এই রূপ নানা শাস্ত্র বলে, নানা বিষয়ের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াথাকে, কিন্তু মনুষ্যকে জানা, মানুষের মনোভাব সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়া উঠা খুব কঠিন। অনেক স্থলেই তাহাতে শাস্ত্র হারি মানে। প্রকৃত সাধু ব্যক্তি ভিন্ন

মনুষ্যকে সর্ব্ব প্রকারে চিনিতে পারা যায় না, এক সময়ে যিনি আমার হিতকামী বন্ধু বলিয়া গণিত হন, সময়ান্তরে সেই প্রিয়তম হইতে এরূপ লাঞ্ছিত হই যে, লোকের নিকট তাহা প্রকাশ করিতেও বিষম লজ্জা উপস্থিত হইয়াথাকে। অধিকাংশ মনুষ্যের মুখে এক, কার্য্যে অন্য রূপ। এক জনের লেখা দেখিয়া হয়ত তাঁহাকে সহসা সাধু, বিশ্বাসী, সদাচারী বলিয়া বোধ হইয়াথাকে, বিশেষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, লেখকের মুখে এক, কার্য্যে অন্য ভাব। পূর্ব্বে সাধুরা পৃথিবীস্থ সকলকে আত্মীয় জ্ঞান করিতেন, আজ কাল ভালবাসা, প্রণয়, স্নেহ, মমতা স্থাপনে অনেক স্থলেই বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। অনেক স্থলেই উহা দুষ্কার্য্য বলিয়া আখ্যাত হইয়া উঠে। সাধুদিগের অন্তঃকরণ অটল, কোন ঘটনাতেই তাঁহাদের মতির স্থৈর্য্য, জ্ঞানের স্থৈর্য্য নষ্ট হয় না, উহাঁরা সহজ কারণে উত্তেজিত হন না। অবস্থার অনিত্যতা, সাংসারিক সুখের অপকর্ষতা, কার্য্যের পূর্ব্বাপর, স্ব স্ব পরিণাম উত্তমরূপে বিচার করিতে সক্ষম হইয়া যথার্থ ধর্ম্ম ও ন্যায় নীতির অনুসরণ করেন, সুতরাং তাঁহাদের নিকট লোকের ভয় নাই। এতদিতর, অন্য সমুদায় মনুষ্যের নিকটই ভয়ের কারণ আছে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের নিকট অনেক ভয়ের কারণ আছে। মানুষ হইতে যত অনিষ্ট ও যত পাপগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা, অন্য কোন জন্তু হইতে তত আশঙ্কা নাই, সুতরাং "সহস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয়" এ কথা কোন রূপে আমাদের ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। যিনি

স্বয়ং সাধু, তিনি পৃথিবীস্থ সকল লোককে আত্মবৎ মনে করিয়া তদনুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাকে পদে পদে বিপন্ন ও অপ্রতিভ হইয়া ক্ষুণ্ণমনা হইতে হইবে সন্দেহ নাই। যদিও সদুদ্দেশ্যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্মতঃ কোন প্রত্যবায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না, কিন্তু লোক চিনিয়া কার্য্য করিতে না পারিলে, ভাল কার্য্যের জন্যও মানুষিক গুরুতর অত্যাচার সম্ভাবনা আছে। "সহস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয়" এ কথায় সহস্র ব্যক্তির মধ্যে এক জন সাধু থাকিতে পারেন, কেবল ইহাই জানিয়া রাখিলে হইবে না, এই কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা লোকের সহিত ব্যবহার করিবে। অন্যান্য দুষ্কর্ম্মের ন্যায় অসৎ ও অবিশ্বাসী, নিন্দক ও দুর্গুণের লোককে সাধু বলিয়া বিশ্বাস করাও একটি দুষ্কার্য্য। লোক সমাজে বাস করিতে হইলে, লৌকিক চরিত্র নিয়ত পরীক্ষা করা বিধেয়। উত্তম রূপে জানিতে না পারিলে কোন লোকের প্রতিই গভীর প্রণয়, স্নেহ, ভক্তি বা ভালবাসা অর্পণ করিবে না। উহারা উহার মধ্যে কোন না কোন রূপ জঘন্য স্বার্থের কল্পনা করে। সুতরাং তোমার নিঃস্বার্থ চিতৈষিতা ও অসীম উদারতাও সাধারণ্যে নিন্দিত হওয়া অসম্ভবনীয় নহে।

শঠতা, ধূর্ত্ততা, কাপট্য অনেক সময়েই ছদ্মবেশে মানব-শরীরে প্রবিষ্ট থাকিয়া লোক সমাজের শান্তি ভঙ্গ করে। এ সংসারে এমন বন্ধু অনেক পাওয়া যায় যে, তোমার সাক্ষাতে তোমার বিবিধ গুণ কীর্ত্তন করিয়া পরোক্ষে বিবিধ দোষের উল্লেখ করতঃ গ্লানি রটনা করিয়া থাকে। কথায় ভদ্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়া পাপাচার সম্পন্ন

দুষ্টমতি মানবাধমেরা প্রায়ই লোককে কুহকে পাতিত করে, এবং আপন ইষ্ট সাধন করিয়া লয়। কে তোমার প্রকৃত বন্ধু, তাহা সহজে নির্ণীত হইবার নহে। খাদ্য ও পানীয় দ্বারা অতি শত্রুও তোমার প্রতি আদর প্রকাশ করিতে পারে, শঠ চূড়ামণি স্বভাবের ব্যক্তিরা প্রায়ই নানারূপে বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া লোকদিগকে কুহক মন্ত্রে মুগ্ধ করিতে চেষ্টাবান্ হয়। কিন্তু আমাদের নিয়ত মনে থাকা উচিত "সহস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয়।" তুমি যতই অমায়িকতা ও আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া লোকের সহিত মিশিতে যাইবে, ততই তোমাকে পদে পদে অপ্রতিভ হইয়া স্বানুষ্ঠিত কার্য্যের জন্য তাপিত হইতে হইবে। লোকেরা অন্যকে যত সহজে পর ভাবে, তত সহজে আত্মীয় জ্ঞান করে না। বিবাদ, হিংসা, পরশ্রী-কাতরতা প্রভৃতিতে মানুষ যেন স্বভাবতঃ উত্তেজিত হইয়া উঠে। তুমি চেষ্টা করিয়া দেখিও, যাহাকে তোমার আত্মীয় বলিয়া বিশ্বাস আছে, এমন অনেক ব্যক্তির নিকট অনেক সময়ে, মনের গূঢ়তম ভাব উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবা না। আমরা সহসা এক জনের বিশেষণ স্থলে, সরল, সদাশয়, অমায়িক প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াথাকি। অসদাত্মারা কদাপি এই রূপ বিশেষণে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে।

আমাদের জানা উচিত, "সহস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয়" আমরা অনেকের উপকার করিয়াও তাহা হইতে অত্যাচারিত হই, সততার ফল বিপরীত ভাবে দাঁড়ায়, বিশ্বাসী লোক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া মহানর্থের উদ্রেক করে,

বিদ্যা শিখিয়াও অনেকে কুপথগামী হয়, অনেকে সহসা সত্যের অপলাপ করে, এইক্ষণ বিধ্বংসী দেহ ধারণ করিয়া তুচ্ছ সুখ জন্য মুগ্ধ হইয়া পড়ে; ভয়ানক মাতালের মত লজ্জা, ধর্ম্ম ভয়, ন্যায, নীতি সমুদায় ত্যাগ করিয়া পশুবৎ হইয়া পড়ে, এই সকল দেখিয়া যদিও গুরুতর মনোবেদনা স্বতঃই উপস্থিত হয়, তথাপি এই বলিয়া ধৈর্য্য ধারণ করা কর্ত্তব্য, " সহস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয়।" পৃথিবীতে সাধুর সংখ্যা অধিক হইলে, সকল লোকেই সততার অনুসরণ করিলে, ইহা চিরসুখ সম্পন্ন বৃন্দারকবৃন্দাধিবাসিত, যোগি-জন-বাঞ্ছিত স্বর্গ হইতে হীনা হইত না। পশুদিগের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ, আমরা অনেক সময় সমুদায় কর্ত্তব্য ভুলিয়া, বিবেক সম্যক্ রূপে ত্যাগ করিয়া পশু হইতেও অধম হইয়া পড়ি। গভীর সহিষ্ণুতা, গভীর বিদ্যা বুদ্ধি বিবেক, এবং সত্য ও ধর্ম্ম নিষ্ঠা ব্যতীত সহজে সাধু হইবার আশা করা যায় না। বিষয়ী যে উৎকট চেষ্টায় বিপুল ধনাধিকারী হইয়া আপন নিকেতন সৌধমালায় অলঙ্কৃত করেন, অনুজীবীগণের উপর প্রভুত্ব করেন, ধুমধামের সহিত সময় ক্ষেপণ করেন, অর্থী ও স্তাবক কর্ত্তৃক স্তুত হন, সেরূপ চেষ্টায় সাধুতা লাভ করা যায় না। সাধুতা লাভের চেষ্টা অতিশয় উৎকট, অথচ সরল। কোন জটিল পথ খুজিয়া লইতে হয় না। বিষয়ানুধ্যায়ী ধনীর সঙ্গে সাধুর কোন সুখেরই তুলনা হইতে পারে না।

ধনী ক্রমশঃ আপন মনের তেজ, যথার্থ বল, প্রকৃত স্বাধীনতা, উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সমূহ পরিচালনার পবিত্র

সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে থাকেন। সাধুতা লাভের চেষ্টাশীল, ভাগ্যধরের আপন সততা যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই তাঁহার মন পবিত্র, বিশুদ্ধ সুখে মগ্ন হয়, এবং তিনি উৎকট পিপাসাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া দেব সদৃশ হইতে থাকেন। অতএব দুঃখের সংসারে, এই কদাচারপ্রবণ পৃথিবীতে "সহস্রের মধ্যে একজন সাধু হয়।" লোকানুরাগ প্রিয়তা ও আসঙ্গলিপ্সা প্রভৃতি হইতে, আমরা সহসাই মানুষের উপর প্রণয়, স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি স্থাপন করিয়া চরিতার্থ হইয়া থাকি বটে; কিন্তু এ সংসারে "সহস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয়" এ কথা ভুলিয়া যাওয়া কদাপি বিহিত নহে। তুমি হিংস্র পশুদিগকে ভয় কর, ভূত প্রেতকে ভয় কর, পিশাচের নাম শুনিলে শরীর কম্পিত হয় কিন্তু তুমি জান না যে, হিংস্র পশু, ভূত, প্রেত, পিশাচ অপেক্ষা অনেক ভয়ানক ও অধম মনুষ্য এই ধরণীতে নিয়ত বিচরণ করিতেছে। ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতির হস্তে পতিত হইয়াও প্রাণের কথঞ্চিৎ আশা করিতে পার, দস্যু তোমাকে ক্ষমা করিবে এমন আশা স্বপ্নেও করণীয় নহে। যে মানুষ দস্যুতা করে, চুরি করে, টাকার জন্য সকল প্রকার নীচতাই অনেক সময় অবলম্বন করিতে পারে, স্থায়ী ও সনাতন ধর্ম্ম প্রভৃতির প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়া সোনা, রূপা, তামা, প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থে ভুলিয়া যায়, তুমি বিশেষ সতর্ক হইয়া তাহার সহিত ব্যবহার না করিলে, কেনই না বিপদে পতিত হইবে? অতএব সতর্ক হইবে; লোকানুরাগ প্রিয়তা ও আসঙ্গলিপ্সায় মোহিত হইয়া যাইও না। ইদানী-

স্তন লোক সমূহের অনুরাগ লাভেরইবা ততদূর আবশ্যকতা ও উপাদেয়ত্ব কি আছে? বরং আধুনিক ব্যক্তিবৃন্দের সহিত যত ঘনিষ্ঠতার লাঘব হয়, ততই মঙ্গল। সাধু সঙ্গ লাভের অভিলাষী হইয়া ভ্রমে পতিত হইও না। নিয়ত মনে রাখিবে " সহস্রের মধ্যে এক জন সাধু হয়।"

গুরু বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত।

উপর্য্যুক্ত উপদেশ বাক্যটি আমরা বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি। " গুরু বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত" এই বাক্য সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন রূপ সন্দেহ, বোধ হয় কখনই উপস্থিত হয় না। এই বাক্য সম্বন্ধে কাহারও কোন বক্তব্য আছে বলিয়াও বোধ হয় না; কেননা মুক্তকণ্ঠে সকলেই বলিবেন, " গুরু বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত।" চাপল্য বশতঃই হউক, আর অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধনই হউক, চির প্রচলিত এই উপদেশ বাক্যটির সম্বন্ধে আমি দুই চারি কথা বলিতে অগ্রসর হইতেছি। সদাশয় পাঠকবর্গ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কথাটি যদি হিতজনক, প্রকৃত এবং সদুদ্দেশ্য বা সৎকার্য্য সিদ্ধির অনুকূল হয়, তবে তাহা যাহারই মুখ নিঃসৃত হউক না কেন, লঙ্ঘন করা অনুচিত। গুরু জনেরা স্বতঃ হিতাকাঙ্ক্ষী স্বীকার করি, কিন্তু গুরু জন হইলেই যে তিনি সকল কথা খুব ভাল করিয়া বলিতে পারিবেন, সকল কথারই যে সারবত্তা, উপাদেয়ত্ব থাকিবে, সকল কথাই যে হিতজনক, ন্যায় ও ধর্ম্ম সম্মত হইবে, তাহা কেমন করিয়া

বলা যায় ? “ গুরু বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত ” সুতরাং এই উপদেশ, সকল সময় প্রতিপালিত হইতে পারে না। মানিলাম, আমার পিতা মহাশয় কি জেঠা খুড়া অথবা তাদৃশ অন্য কোন গুরু জন আমাকে অন্যায্য বিষয়ে প্রেরণ করিতে বাস্তবিক কুণ্ঠিত; কিন্তু কার্য্যের ন্যায্যান্যায্য বিচার করিতে যেরূপ শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন, যদি তাঁহারা সেরূপ শিক্ষিত ও জ্ঞানী না হন, তবে তাঁহাদের সকল কথা প্রতিপালন করা শিক্ষিত পুত্র বা তাদৃশ অন্যবিধ শিক্ষিত স্নেহাস্পদদিগের পক্ষে সহজ হইবে না। সুতরাং “গুরু বাক্য” তাহাদিগের কর্ত্তৃক লঙ্ঘিত হইবে। অবিচার্য্য রূপে গুরু জনের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও অনুরক্তির অধিক পরিচয় দেওয়া হয় বটে, কিন্তু অবিচারিত কোন কর্ম্মই মনুষ্যের করণীয় হইতে পারে না। মনুষ্যের জ্ঞান সর্ব্বথা পরিমার্জ্জিত, বিশুদ্ধ ও উন্নত হইয়া ঐশ্বরিক জ্ঞান সদৃশ হইবার নহে, পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন, “ মুনিদিগেরও মতি ভ্রম হইয়া থাকে” মনুষ্য যত কেন সৎ শিক্ষায় উন্নত হউন না, সর্ব্বথা ভ্রম প্রমাদাদির হস্ত হইতে রক্ষিত হওয়ার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব গুরু জনের কথিত কথা ভ্রম সঙ্কুল হইলে, তাহা লঙ্ঘন করা আমাদের আবশ্যক হইয়া উঠে। সত্য ও ন্যায়ের অনুরোধে আমাদিগকে সকলই করিতে হয়। একমাত্র সত্যানুরোধে দাতৃবর কর্ণ প্রাণাধিক পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন। অতএব ন্যায় ও সত্যের প্রতি আমাদিগকে নিয়ত যত্নবান্ থাকিতে হইবে। যদি গুরু জনের বাক্য অসত্য স্পর্শে কলঙ্কিত

হয়, আদেশ ন্যায় বহির্ভূত হয়, কদাচ তাহা পালন করিবে না। আর সত্য ও ন্যায় সঙ্গত হইলে সকলের বাক্যই প্রতিপালন করা উচিত।

মনে কর, নরেন্দ্র কোন অপরাধের জন্য শিক্ষককর্তৃক ভর্ৎসিত বা প্রহৃত হইয়াছে, নরেন্দ্রের পিতা অপত্য স্নেহের অনুচিত প্রাবল্য বশতঃ তাহাকে বলিলেন, "নরেন্দ্র। তুমি আর এমন শিক্ষকের নিকট পড়িতে যাইও না।" নরেন্দ্রের গুরু বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত নহে। নরেন্দ্রের মাতা কোন প্রতিবাসিনীর সহিত অন্যায় রূপে বিবাদ করিয়া তাহার প্রতিকূলে কার্য্য করিবার জন্য নরেন্দ্রকে আদেশ করেন, নরেন্দ্রের গুরু বাক্য লঙ্ঘন করা আবশ্যক। আমার শিক্ষক আমাকে এমন বিষয়ে আদেশ করিতেছেন, যাহাতে আমার সুরুচির ভঙ্গ হইতে পারে, আমাকে বাধ্য হইয়া গুরু বাক্য লঙ্ঘন করিতে হইবে। গুরু জনের প্রতি ভক্তির প্রাবল্য বশতঃ অনেকে তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্য বিচার করা আবশ্যক বোধ করেন না, অকার্য্য হইলে গুরু জনের অনুমোদিত বলিয়া কদাপি তাহার অনুষ্ঠান করণীয় হইতে পারে না। অসৎ পথে প্রবৃত্ত জানিলে গুরু জনকেও নিবৃত্ত করিতে হইবে। যে রূপে হউক, তাঁহাদের কার্য্যের অবৈধতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। অন্যায্য কার্য্যে বাধা দিতেছি বলিয়া আমি গুরু জনের প্রতি ভক্তি শূন্য হইলাম, কি তাঁহার অবাধ্য হইলাম, এমন কখনই মনে করিতে হইবে না। পণ্ডিতেরাই বলিয়া গিয়াছেন "গুরুরও দোষ বলিবে" কাহার সহিত কি রূপ আচরণ করিতে হইবে, শাস্ত্রানুসারে সকলের

প্রতিই তাহার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। আত্মীয় স্বজন ও গুরু জনের প্রতি যেমন সদ্ব্যবহার করিতে আমরা উপদিষ্ট হইয়াছি, তদ্রূপ সাধারণের সঙ্গেও সদাচরণ রক্ষা করা ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে আবশ্যক। যাহার সঙ্গেই হউক, অসদাচরণে পাপ আছে। যখন দেখিব, গুরু জনের কোন বাক্য প্রতিপালন করিতে হইলে অন্যায় রূপে কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়, কি বিষাদগ্রস্ত হয়, তখন অবশ্য গুরু-বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত নহে। সুশীল ও সদাশয় রামচন্দ্র দুষ্টাভিলায় সম্পন্না বৃথা পণ্ডিতম্মন্যা কৈকেয়ী কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলে, পুত্র ভরত কর্ত্তৃক যে রূপ ভর্ৎসিতা হইয়াছিলেন, সকলেই তাহা অবগত আছেন। ভরতের সুশীলতা, বিবেচকতা, পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহেন। ভরত তজ্জন্য নিন্দিত হন নাই। পরম গুরু পিতা কর্ত্তৃক নিগৃহীত মনে করিয়া অন্যায়াসহিষ্ণু লক্ষ্মণ মহারাজ দশরথের প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যদিও তাহা উগ্র ভাবাপন্ন হউক, কিন্তু সময়োচিত পাঠকবর্গের নিকট মিষ্ট বোধ হইয়া থাকে। ফলতঃ পিতাই হউন, মাতাই হউন, ইষ্ট দেবতাই হউন, কাহারও জন্য ন্যায় ও নীতি ভ্রষ্ট পথে বিচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। "গুরু বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত" বালকেরা এই কথাকে সহজ মনে করিয়া মুখস্থ করিয়া রাখে, কিন্তু অতি বিবেচনা পূর্ব্বক এই বাক্যটীর উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে হয়। অবস্থা বিশেষে যেমন পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী ও পত্নী প্রভৃতি ত্যাজ্য হইয়া থাকে, তেমনই অবস্থা বিশেষে পিতা মাতা ইষ্ট দেব এবং অন্যান্য গুরু জনও ত্যাজ্য হ-

ইতে পারেন। আসল কথা এই জানিবে, সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায়, মনুষ্যের সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষণীয়। এ সকলের জন্য যদি সমুদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হয়, সকল সুখ ছাড়িতে হয়, ভয়ানক বিপদে পতিত হইতে হয়, এমন কি প্রাণের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধও পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়, তথাপি ঐ সকল হইতে মনুষ্য কদাপি পরিচ্যুত হইবে না।

"গুরু বাক্য লঙ্ঘন করা অনুচিত" ছাত্রেরা যেন অতি গভীর ভাবে বিচার করিয়া এই উপদেশ বাক্যটীর মর্ম্ম গ্রহণ করে।

সকলের নিকট নম্র হওয়া উচিত।

নম্রতা মনুষ্যের একটি শ্রেষ্ঠতম গুণ এবং এই গুণে ভূষিত হইবার জন্য চেষ্টাশীল হওয়া যে প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। নম্রতা ব্যতীত মানুষ বহুবিধ উৎকৃষ্ট গুণ লাভ করিয়াও সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত ও লোকের অনুরাগ ভাজন হইতে পারেন না, ইহাও স্বীকার্য্য। "ফলবান্ বৃক্ষের মত গুণবান্ ব্যক্তি সহজে নত হন" ইহা পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকলের নিকট নম্র হওয়া উচিত কি না, এই বিষয় আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞ পাঠকেরা কখনই বলিবেন না, "সকলের নিকট নম্র হওয়া উচিত।" যে নম্রতা পণ্ডিত ও বিজ্ঞ সমাজে নিতান্ত প্রশংসনীয় ও লোকের একান্ত অবলম্বনীয় বলিয়া কথিত হয়, উহাই আবার ব্যক্তি বিশেষের নিকট বা সমাজ বিশেষে নীচতা ও স্বার্থ

সাধনের উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াথাকে। মূর্খ ও অভদ্র লোকের নিকট যত নম্র হইবে, ততই তোমার বিপদও অসুখ অধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ধর্ম্ম কাহিনী যেমন চোরে বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ নম্রতায় মহত্ব, নীচচেতা নীচাশয়েরা কিছুই বুঝিতে পারে না; বরং নম্র প্রকৃতির ব্যক্তিকে উহারা নির্ব্বোধ ও শঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াথাকে। আজকাল কতকগুলি স্বল্প ইং-রেজী-শিক্ষিত লোক এই পবিত্রা ভারত মাতার কোমল ক্রোড় দলিত করিতেছেন। উহাঁরা লেখা পড়ার প্রকৃত মর্ম্ম, বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা, মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষ জাতীয় উন্নতি, জাতীয় জীবন, প্রকৃত প্রণয়, স্নেহ ভক্তি প্রভৃতির গুরুত্ব কিছুই জানেন না। পারিবারিক ব্যক্তি-বৃন্দের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন, দেশীয় ভ্রাতৃগণের দুরবস্থার দূরীকরণ, স্ব স্ব জীবনের গরিষ্ঠ প্রয়োজন কিছুই বুঝেন না। মাতৃ ভূমি ভারত দিন দিন হীনা দীনা হইয়া শীর্ণ কলেবরা হইতেছেন, বহু প্রকার বিপদ, অমঙ্গল, অপবিত্রতা, ভা-রতকে অনুক্ষণ দগ্ধ করিতেছে, জাতীয় একতা, জাতীয় ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতেছে, দৈব দুর্ব্বিপাক সকল ক্রমশঃ অধি-কতর রূপে সংঘটিত হইতেছে, তাহার প্রতি এই সকল গুণধরের কিছুই লক্ষ্য নাই, ইহাঁরা বুঝিয়াছেন, অহঙ্কার। আপনাদিগকে শিক্ষিত, বিবেচক এবং স্ব স্ব চরিত্রকে অ-ন্যের আদর্শ স্বরূপ মনে করেন, কোন রূপ নীতি বা ন্যায়-যুক্ত কথা ইহাঁদের কর্ণ কুহরে স্থান পায় না। ইহাঁদের ধমনীতে রক্ত খরবেগে বহিয়া থাকে, তাহার ফল চপলতা, নির্লজ্জতা, এবং বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ মাত্র। ঈদৃশ ব্যক্তি-

দের নিকট কদাচ কাহারই নম্র হওয়া উচিত নহে। ইহারা লোকের গুণ কিছুই বুঝে না, স্বয়ং গুণবান্ না হইলে অন্যের গুণ গ্রহণের শক্তি থাকা সম্ভবে না। গুণী না হইলে গু-ণের স্বরূপ ও মহত্ত্ব কিরূপে বুঝা যাইতে পারে? অতএব গুণবান্ ব্যতীত নির্গুণ মূর্খ ও অসার ব্যক্তিদের নিকট নম্র হইবে না। যেমন বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, নদী প্রভৃতি অচেতন পদার্থের নিকট নম্রতা জানাইয়া কোন লাভ নাই, এ সংসারে এমন মনুষ্য অনেক আছে। যেমন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির নিকট নম্রতা জানাইবার প্রয়োজন নাই, বরং পশু বিশেষের নিকট ঔদ্ধত্যই অব-লম্বনীয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের ন্যায় অনেক মনুষ্য ধরণীতে বিচরণ করিয়া থাকে। "সকলের নিকট নম্র হওয়া উচিত" এ উপদেশের অর্থ এই যে, বিজ্ঞ, সুশীল ও নম্র প্রকৃতি ব্যক্তির নিকট নম্র হইবে। যিনি নম্রতার গৌরব বুঝিবেন, তাঁহার নিকট নম্র হইবে। যাঁহার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রণয়াদি জন্মিয়াছে, তাঁহার নিকট নম্র হইবে। অহঙ্কারী, অবিজ্ঞ, চঞ্চল বুদ্ধি, পণ্ডিতম্মন্য প্রভৃতির নিকট কদাপি নম্রতা জানাইবে না। তাহাদের সহিত এরূপ ভাবে কথা বলিবে, এরূপ ব্যবহার করিবে, যেন তাহারা তোমাকে আপনাদিগের অপেক্ষা কম অহঙ্কারী বলিয়া মনে না করে। বাস্তবিক ঐরূপ প্রকৃতির লোককে নিরন্তর তৃণ অপেক্ষা লঘু মনে করিবে। উহাদের প্রণয় বা ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা হইবার আবশ্যক নাই। উহাদের নিকট স্বীয় সত্তার পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যত দূর পারা যায়, উহা-

দের নিকট মনোভাব গোপন করিবে, সরলতা একবারে পরিত্যাগ করিবে। উহারা প্রণয়াদি জানাইলে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে। ভদ্রতা বা সততা জানাইয়া উহাদের নিকট যিনি নম্র হইবেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। অসতেরা সৎকে স্বার্থপর, নির্ব্বোধ, অসদাচারী মনে করে, সল্লোকের চরিত্রের অনুকরণ করে না; বরং নানা প্রকারে সেই সাধুশীল হিতৈষীকে অপদস্থ ও অপ্রতিভ করিতে চেষ্টাশীল হয়, উহাদের নিকট সরলতার ভয়ানক তিরস্কার ভিন্ন কিছুই পুরস্কার নাই। অন্যান্য দোষের মত, যে সে লোকের নিকট নম্র হওয়া দোষ। অতএব "সকলের নিকট নম্র হওয়া উচিত" বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন।

—::*: *:—

লক্ষ্মী পূজা।

সুখের শারদোৎসব কয়েক দিন মাত্র চলিয়া গিয়াছে। আজি পৌর্ণমাসী রজনী। বঙ্গবাসীর সবে ঘরে লক্ষ্মী দেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ হইয়াছে। চন্দ্র কিরণে ভুবন হাসিতেছে, নীরদ বিহীন নভোমণ্ডলের দৃশ্য মনোহর হইয়াছে, প্রকৃতি দেবী যেন উত্তমরূপে সজ্জিতা হইয়া মানব মন মুগ্ধ করিতেছেন। সকলেই শক্তি অনুসারে উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া লক্ষ্মী দেবীর উপাসনায় রত হইয়াছেন। ঢক্কার গভীর বাদ্যে গ্রাম সকল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আজি বঙ্গবাসীর একটি উৎসবের দিন সন্দেহ নাই। কিন্তু

ভারতে আর লক্ষ্মী পূজা কেন? সে সৌভাগ্য, সে ঐশ্বর্য্য, সে বল বীর্য্য, সে ধর্ম্ম ভারতে আর নাই। ভারত মাতা দীনা, মলিনা, অন্নহীনা, জীর্ণা, শোকান্বিতা; ভারতে কি আর লক্ষ্মী আছেন? বঙ্গবাসিন্! আমাদের ভাগ্যে অলক্ষ্মী কত দিন উপস্থিত হইয়াছে, আজও কি সম্যক্ বুঝিতে পার নাই? পূজনীয়া মাতা লক্ষ্মীর অনুগ্রহ থাকিলে লক্ষ্মী আমাদের দেশ হইতে অন্তর্হিতা না হইলে, আজ আমরা দীন, হীন, হতভাগ্য, পরমুখাপেক্ষী, বলবীর্য্য-বিহীন, জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইব কেন? লক্ষ্মী আমাদের দেশে থাকিলে রোগে, শোকে, পরাধীনতায়, দাসত্ব ব্যবসায়ে, আমরা মানব নামের অযোগ্য হইয়া উঠিব কেন? লক্ষ্মীর কৃপা থাকিলে, ভয়ানক দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতি-বৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতিতে মনুষ্যের মহতী ক্ষতি সাধিত হইবে কেন? লক্ষ্মী দেবী দেশে বিদ্যমানা থাকিলে আমাদের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃ বিরোধ, সামাজিক বিপ্লব, একতার অভাব, নানারূপ অশান্তির উদ্রেক হইবে কেন? আর কি আমরা দেব দেবীর পূজা করিয়া পূর্ব্বের মত শান্তি পাই? আর কি আমাদের সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের প্রতি পূর্ব্বের মত বিশ্বাস আছে? ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার সুকৌশলে, সভ্যতার নূতন আলোকে, আমাদের রীতি, নীতি, আচারাদি নূতনতর রূপে গঠিত হইয়াছে। পরি-বর্ত্তন জগতের নিয়ম। কালের শক্তি সৃষ্ট পদার্থসমূহের উপর অনিবার্য্য। কিন্তু সেই কালের পরিবর্ত্তনে আমাদের অবস্থা উন্নত হইতেছে, না আমরা অবনত হইতেছি? পূর্ব্বে সামান্য একটি উৎসব-দিনে মনের যেরূপ স্ফূর্ত্তি,

যেরূপ একাগ্রতা প্রকাশ পাইত, এখন আর কি সে রুচি আছে? এখন আমরা সভ্যতার উচ্চ সোপানে প্রত্যেককে আরূঢ় মনে করিয়া দিন দিন এক অপূর্ব্ব জীব মধ্যে পরিগণিত হইতেছি। হায়! বঙ্গবাসিগণ! লক্ষ্মীর পূজায় ফল নাই। আমাদের কিছুই নাই, সব গিয়াছে, যাইতেছে, যাইবে। দেব দেবী আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ব আচরিত কর্ম্ম কাণ্ড লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, আমরা এত দূর হীনতায় উপস্থিত হইয়াছি যে, নিজের ইষ্টানিষ্ট কিছুই বিচার করিতে পারি না। আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যে অলক্ষ্মী প্রবলা হইয়াছে। লক্ষ্মী পূজায় শান্তি কোথায়? মাতঃ লক্ষ্মী দেবি! বিষ্ণু-হৃদয়-বাসিনি! সর্ব্ব সৌভাগ্যদায়িনি! তুমি ভারত ছাড়িলে? অকৃতি সন্তানগণের স্নেহ ও মমতা একবারে বিসর্জ্জন দিলে? মাতঃ! অধম দুরাচার, বুদ্ধিহীন হইলেও জননীর নিকট পুত্র, স্বতঃ ক্ষমার্হ হইয়া থাকে। আর কৃপা শূন্যা হইও না, পূর্ব্বের মত তুমি ভারতকে নানা সৌভাগ্যে পূর্ণ কর। পূর্ব্বের মত, ভারতবাসীদিগকে ধন সম্পত্তি, ধর্ম্ম, বল, বীর্য্য, দান কর। পূর্ব্বের মত আমাদের হৃদয়ে ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, মমতা দাও, আমরা সকলে এক মত হইয়া আবার যেন প্রকৃত ভক্তির সহিত প্রকৃত বল লাভ করিয়া প্রকৃত উৎসাহ আনন্দে উত্তেজিত হইয়া নানা উপকরণে তোমার চরণারবিন্দ পূজা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারি। তুমি দেশে নাই আমরা কাহার পূজা করি? কে শান্তি দিতে সমর্থ হইবেন? অত্যাচারী অধম সন্তানগণকে ছাড়িয়া তুমি দেশ ত্যাগ করিয়াছ? প্রসন্ন হও, আমাদিগকে

পাপ হইতে মুক্ত কর, সকল প্রকার ভ্রম দূর কর। আবার তুমি বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিয়া আমাদিগকে অপার দুঃখার্ণব হইতে উদ্ধার কর।

—০:::*◯*:::০—

"তুমি আমি কে?"

কত বিশাল সাম্রাজ্য কালের অতল জলে ডুবিয়াছে, কত মহামহোপাধ্যায় রাজা, রাজাধিরাজ, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, ঋষি, উদাসী, ধনী, বলবান্, রূপবান্ এই পৃথিবীর লীলা সাঙ্গ করিয়া অনন্ত কাল-স্রোতের গভীর ধারায় লীন হইয়া গিয়াছেন, কত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যজ্ঞ, নীতিজ্ঞ ধীমান্‌গণের ধরণীতে চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে, "তুমি আমি কে?" তোমার আমার বৃথা অহঙ্কার, তুমি আমি কত ক্ষুদ্র। যে মহম্মদের বুদ্ধি কৌশলে, ধর্ম্ম বলে, বহু দিনের উপাসনা ও চিন্তার ফল অতি বিস্তীর্ণ রাজ্য মুসলমানগণের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল, এখনও যাঁহার নামে মুসলমানদিগের ভক্তি-স্রোতঃ উথলিয়া উঠে, সে মহাত্মা মহম্মদ কোথায়? আর্য্য জাতির গত গৌরবের কথা স্মৃতি পথে উদিত হইলে মন যেন কেমন এক উৎকট বৈরাগ্য রসে অবশ হইয়া যায়। সূর্য্য বংশের নৃপতিগণের কথা মনে কর, তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ কর। মহামুনি ব্যাস বিরচিত বিস্তৃত পুরাণ মহাভারতীয় ঘটনাবলী চিন্তা কর, কেবল দেখিবে কালের জয়!! সূর্য্যবংশাবতংস মানব শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগুণ ভূষিত রামচন্দ্র এখন কোথায়? বিক্রম কেশরী লক্ষ্মণ কত যোদ্ধার সহিত অমিত বল

বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন; কত দুরূহ সহিষ্ণুতা, দুরূহ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া দুরূহ কার্য্য কলাপ সাধন করিয়াছেন; কিন্তু কালের অব্যাহত গতির বাধা জন্মাইতে পারেন নাই। অসাধারণ যোদ্ধা মহাত্মা অর্জ্জুন স্বীয় গাণ্ডীব চালনে কত বীর শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণের সুদৃশ্য আভরণ সমন্বিত মস্তকরাশি ছেদন করিয়াছেন; অমোঘ বলশালী দেব, নর, রক্ষ, যক্ষ, অসুর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়াছেন; যাঁহার দৃঢ় অধ্যবসায়, অবিচলিত সহিষ্ণুতা, অসাধারণ ধৈর্য্য, অমিত বল, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ইয়ত্তা ছিল না, সর্ব্বভুক্ কালের কবলে তাহা সকলই গ্রাসিত হইয়াছে। যে রাজা, ঐশ্বর্য্য পদের জন্য সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির, মহা মহা বীরগণের ছিন্ন মস্তকে, বিপুল শোণিতে, শব মাংস-ভোজী বিহঙ্গম ও চতুষ্পদগণের অশিব কর্কশ ধ্বনিতে পবিত্র বিস্তৃত প্রান্তর কুরুক্ষেত্রের দৃশ্যকে ভয়ানক করিয়াছিলেন, এবং সত্যের অসাধারণ পক্ষপাতী হইয়াও দ্রোণাচার্য্যের নিধন সাধন জন্য "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" এই মিথ্যাবাদে যিনি রসনাকে দূষিত করিয়াছিলেন, সেই যুধিষ্ঠির কোথায়? তাঁহার সে রাজ্য, সে ঐশ্বর্য্য, সে পদ কোথায় চলিয়া গিয়াছে? ফ্রান্সের মহান্ সম্রাট্ নেপোলিয়ন কোথায়? সমগ্র পৃথিবীর অধিকার পাইয়াও যাঁহার রাজ্য স্পৃহার নাঘব হইয়াছিল না; সমুদায় ইচ্ছার সহিত দুরন্ত কাল তাঁহাকে সেণ্টহেলেনার মৃত্তিকায় পরিণত করিল, তাই বলি "তুমি আমি কে?" তোমার আমার আবার অহঙ্কার? বিক্রমাদিত্য কোথায়? তাঁহার সভাস্থ নবরত্ন

কোথায়? মহাকবি কালিদাসের পুস্তকগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে এত দিন তাঁহার অস্তিত্বের কিছুই চিহ্ন থাকিত না। সেক্সপিয়র নাই, গালীলিয় নাই, আমাদের মনুজ-শ্রেষ্ঠ ঋষি নারদ নাই, বশিষ্ঠ নাই, বিশ্বামিত্র নাই; যে মহাত্মা তপোবলে, পাণ্ডিত্য বলে, আপনি ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি কোনরূপ বল প্রয়োগেই কালকে জয় করিতে পারেন নাই। সেই ঈশ্বরাবতার কৃষ্ণ কোথায়? রমণীর মণি রাধিকা, দ্রৌপদী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা, অহল্যা, কুন্তী অত্যধিক কাল ভূমণ্ডল ত্যাগ করিয়াছেন। যে বুদ্ধ দেবের পবিত্র মতে এক সময়ে ভারতবাসীর অধিকাংশ মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে সে বুদ্ধ, সে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কোথায়? তুমি জ্ঞান-চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া দেখ, দেখিবে সংসারে সকলই যায়, কিছুই থাকে না। কত রত্ন গিয়াছে, যাইতেছে, যাইবে। ইহার নিগূঢ় রহস্য আমরা কিছুই বুঝি না। কেমন যেন এক উৎকট মোহে ডুবিয়া যাই, আর তীর প্রাপ্ত হইতে পারি না। নিয়ত ভয়ঙ্কর অসুখরাশি ভোগ করিতেছি, কত বার জীবনে হতাশ হইতেছি, কত বার জীবনকে গভীর বিপদ সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী করিতেছি, অশান্তিরূপ ভীষণ অনলে হাড়ে হাড়ে পুড়িতেছি, তথাপি মত্ততার একটুকু লাঘব হয় না, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য সকলের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, অন্যের মুখাপেক্ষী হইতেছি। হায় পোড়া মন! হায় অদূরদর্শী মানব! সদর্পে এই পৃথিবীতে পদ নিক্ষেপ করিতে কিছুই লজ্জিত হও না। মান, সম্ভ্রম, পদ প্রভৃতির অসারতা লইয়া কেন

অনুক্ষণ বিপদে পতিত হইতেছ ? কত মহামানীর চরমা-বস্থায় দেহ কীটকুলে কাটিতেছে, জ্বলন্ত বহ্নিতে ভস্মসাৎ হইতেছে, কদর্য্য সলিলে ভাসিতেছে, তোমার আমার মান কতটুকু ? বিনশ্বর শরীর-যন্ত্র যেরূপ অকিঞ্চিৎকর ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে কালের প্রত্যেক ক্ষণাস্তরে শঙ্কিত থাকিতে হয়। ঘড়ীর কাঁটার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলেই যেমন সময়ের স্থির করা কঠিন হইয়া উঠে, তোমার শরীর-যন্ত্রেরও কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলেই সাংসারিক কার্য্যকলাপের প্রতি আস্থার অনেক লাঘব হইয়া পড়ে। যে শরীরের সম্বন্ধে আমাদের কিছুই স্বাধীনতা নাই, যখন ইচ্ছা, যে স্থানে ইচ্ছা, ইহা অনায়াসে বিধ্বস্ত হইতে পারে, কোনরূপ মানবীয় বল যাহার রক্ষা বিধান করিতে পারে না, শত শত পুণ্যবান্, শত শত মহর্ষি, শত শত বলীয়ান্, শত শত রাজ্যেশ্বর, যাহার রক্ষা বিধান করিতে পারেন নাই, "তুমি আমি কে ?" সেই অসার শরীরের কতকগুলি অসার বৃত্তির উত্তেজনায় অভিমানী হই। চতুর্দ্দিকে যত আনন্দের কোলাহল শুনিতে পাই, চতুর্দ্দিকে যত বিবাদ বিসম্বাদের বিকট ধ্বনি শুনিতে পাই, যত মহোৎসব, মহাহাস্যের উল্লাস প্রত্যক্ষ করি, সে সকলই মহা চিতার ভীষণ শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্রিয়া মাত্র। কয় জন লোক এই মায়াময় জগতের কার্য্যকলাপ স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া থাকেন ? কয় জন লোক এই সংসারের আনন্দ ভুলিয়া তত্ত্ব রাজ্যের পথানুসরণ করেন ? কয়জন লোক নিত্য ও স্থায়ী সুখের উপায় কল্পনা বুদ্ধিতে নিয়োজিত করিয়া রাখেন ? যদি সংসারে অধিক আস্ক-

র্য্যের বিষয় কিছু থাকে, তাহা আমাদের সংসার-মত্ততা, যদি অধিক অজ্ঞানতা কিছু থাকে, তাহা আমাদের সংসার-মত্ততা, যদি অধিক মূর্খতা কিছু থাকে, তাহাও আমাদের সংসার-মত্ততা। ঐন্দ্রজালিকের কার্য্য দেখিয়া হাসি, অধিক মুগ্ধ হই, অতিশয় চমৎকৃত হই; কিন্তু সাংসারিক ঘটনানিচয়ের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি স্থাপিত করিলে ভোজ বাজি আর আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে পারে না। আমরা প্রত্যেকেই মায়ার পুত্তল, সেই দক্ষ বাজিকর কি আশ্চর্য্য সূত্রে আমাদিগকে বন্ধন করিয়া নাচাইতেছেন।

ভ্রাতঃ! ইষ্ট বিয়োগে এত অধীর হইতেছ কেন? ইষ্ট কি? তাহারই ঠিক নাই, অধীরতা কিসের জন্য? দেখিতেছ কিছুই থাকে না, টাকা থাকে না, পয়সা থাকে না, দালান কোঠা থাকে না, হয়, হস্তী, উষ্ট্র, গাড়ী, পাল্কী সকলই ছাড়িয়া মানুষ এই ভব ধাম হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। আমার আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্ত্রী, পুত্র, অনুগত, দাস, দাসী, অন্য প্রকারের আপনার লোক, কেহই কাল-গতির বাধা জন্মাইতে পারে না। মানিলাম, তোমার বিপুল ঐশ্বর্য্য আছে, বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য আছে, আরব্যোপন্যাসে বর্ণিত বিচিত্র ভবন সকল ও স্ত্রী সকলের মত তোমার প্রাসাদপুঞ্জ ও স্ত্রীগণ আছে, সমুদায় পৃথিবীতে তোমার যশ আছে, তোমার সুপণ্ডিত পুত্র রূপ অমৃত আছে, গুণবতী ভার্য্যারূপ অমৃত আছে, শরীর সুস্থ আছে। একটিও শত্রু নাই, ভুবন ভরিয়া মিত্র আছে, অপরিসীম ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও প্রভুত্ব আছে; কিন্তু কালের

শক্তির উপর তোমার কিছুই কর্ত্তৃত্ব নাই। তোমার যাহা আছে বলিয়া কল্পনা করিতেছি; স্বীকার করিয়া লইতেছি, বাস্তবিক এ সকল যাঁহাদের ছিল, এখন সেই ব্যক্তিদের এবং তাঁহাদের ভোগ্য বিষয় সমূহের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই।

(সম্পূর্ণ)

——::*::——

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৭	ভুলিযা	ভুলিয়া
২৪	৪	করিযাছ	করিয়াছেন
০	৪	হ্য।	হয়।
৩০	৩	বিষময	বিষম
ঐ	১৭	আবক্ত	আসক্ত
৩৩	২৫	ভুলিযা	ভুলিয়া
৩৭	৬	দেখিবে	দেখিব
৩৯	৩	ভুলিয়া	ভুলিয়া
ঐ	২০	বিষযে	বিষয়কে
৪০	২০	স্থাযিত্ব	অস্থায়িত্ব
৪১	১৫	দিকের	দিনের
৪২	২৩	ভুলিযা	ভুলিয়া
৪৫	২৫	বিষয়	বিষয়ে
৪৬	৯	অবিমৃষ্যকারিতায	অবিমৃষ্যকারিতার
৪৭	২০	সংশযস্ত	সংসারস্থ
৪৮	৪	সকলই	সকলকেই
ঐ	৮	মহান্ধতা	মোহান্ধতা
ঐ	১১	মমতা	মত্ততা
ঐ	২৩	তথন	তখন
৫০	১১	জাগকক	জাগরূক
৫১	৯	কার্য্যকল্প	কার্য্য কলাপ
ঐ	২৩	পক্ষে	পথে
৫৩	৯	তাহাতে	তাহাও
ঐ	১১	তাহারাত	তাঁহারাও